নকশাল বাড়ীর আগুন

আনসার আলী

www.amarboi.org

নকশাল বাড়ীর আগুন

আনসার আলী

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৯৫

১ম প্রকাশ

মহররম	১৪২৯
মাঘ	১৪১৪
জানুয়ারী	২০০৮

বিনিময় মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

NAKSHAL BARER AGUN by Ansar Ali. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 50.00 Only.

www.amarboi.org

www.amarboi.org

এক

নিঝুম রাত। জমাট মেঘে আকাশ ঢাকা। নিকষ কালো আঁধারের বুক চিরে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গুরু গুরু মেঘের শব্দ। এই বুঝি মুষলধারে বৃষ্টি নেমে আসলো।

ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকা বটগাছটার নীচে দেখা গেল একটি ছায়ামূর্তি। কার অপেক্ষায় যেন অস্থির সে। দাঁত কড়মড় করে সজোরে হাতের অস্ত্রটা চেপে ধরে দৃঢ়পদে মাথা ঝুঁকিয়ে ইতস্তত পদ বিক্ষোপ করছে। হত্যার নেশায় যেন সে উন্মত্ত। ক্ষুধার্ত নেকড়ে যেমন শিকারের গন্ধ পেয়ে ধরার নেশায় বুদ হয়ে ওঠে, এ যেন ঠিক তেমনি।

পেছন থেকে চাপা কণ্ঠের আওয়াজ শুনে মূর্তিটি সোজা হয়ে ফিরে দাঁড়ায়।

–কমরেড প্রস্তুত ?

–সম্পূর্ণ প্রস্তুত। শিকার মিলবে তো ?

–অবশ্যই মিলবে। জলদি আসুন।

টর্চের আলোয় পথ দেখে দ্রুত মূর্তি দু'টি রহমত পুরের দিকে ধাবিত হলো। হুট করে একটি পেঁচা অন্ধকার আকাশে মিলিয়ে গেল।

সবুজ শ্যামলিময় ঘেরা এক কালের সুখী সমৃদ্ধশালী গ্রাম রহমত পুরের শ্রমক্লান্ত অধিবাসিরা গভীর ঘুমে নিমজ্জিত। তিন পুরুষ আগে রহমতুল্লাহ শেখ নামে এক ব্যক্তি পশ্চিম থেকে এসে এখানে প্রথম বসতি স্থাপন করে। তারই নামানুসারে গ্রামটির নাম হয় রহমতপুর। সামান্য লেখাপড়া জানা রহমতুল্লাহ শেখ কৃষিজীবি হলেও মহিষের ব্যবসা করে অল্পদিনেই সম্পদশালী হয়ে ওঠে।

তার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রাম রসুলপুর, বালিয়া পাড়া, শ্যামনগর, বসন্তপুর ও শালিখা থেকে অনেক বাসিন্দা এসে রহমতপুরে বসতি স্থাপন করে।

গ্রামটি কিছু দিনেই আয়াতন ও লোক সংখ্যায় পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোকে ডিঙিয়ে যায় এবং সেখানে গড়ে ওঠে মক্তব, মসজিদ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়।

রহমতুল্লাহর বৃহৎ বৈঠকখানা ঘরটিতে অবসর সময়ে পুঁথিপাঠের আসর জমে উঠতো।

www.amarboi.org

দীন ইসলাম সম্পর্কে আলোচনার জন্য বিজ্ঞ আলেম ব্যক্তিদের মাঝে মধ্যে সেখানে আসতে দেখা যেতো। এর ফলে গ্রামবাসীদের মধ্যে আল্লাহভীতি সৃষ্টি হয়। তারা পরস্পরে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে এবং গড়ে তোলে একটি সুখী সমাজ।

রহমতুল্লাহ শেখের মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র আহম্মদুল্লাহ শেখের প্রচেষ্টায় রহমতপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে আরো উন্নতি সাধিত হয়। একটি মাদ্রাসা ও একটি উচ্চ বিদ্যালয় চালু করা হয় এবং গ্রামটিতে একটি ডাক ঘরের শাখাও খোলা হয়।

শেখদের বৈঠকখানায় সপ্তাহে একদিন ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা বৈঠক বসে। কুরআন হাদীসের শিক্ষায় লোকদের শিক্ষিত করা হয়। মানুষে মানুষে সম্প্রীতি আরো গভীর হয়।

আহম্মদুল্লাহ শেখের মৃত্যুর পর তার পুত্র হাবিবুল্লাহ শেখ উত্তরাধিকার সূত্রে অনেক সম্পদ সম্পত্তির মালিক হয়। নির্ঝঞ্ঝাট সরল জীবন যাপন করার পক্ষপাতি ছিলো সে। পিতা ও পিতামহের ন্যায় জনকল্যাণমূলক কাজে দূর্দশিতার সাথে সময় ও শ্রম ব্যয় করতে পারতো না বলে সমাজে বিরূপ পরিণতি দেখা দিলো। অনেক দিনের অভ্যাসের কারণে এলাকাবাসীর মধ্যে বেশ কিছু দিন সম্প্রীতি বজায় থাকলেও ক্রমে তা নষ্ট হতে শুরু করলো। দীন সম্পর্কে আলোচনা বৈঠক আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ ক্রমে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া থেকে মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে। শিক্ষিত বেকার যুবকেরা শহর ছেড়ে গ্রামের অভিভাবকদের ঘাড়ে বোঝা হয়ে বাড়ীতে বসে অলসভাবে দিন কাটাতে আরম্ভ করে। সমাজ যেন একটা অশুভ পরিণতির দিকে ক্রমে এগিয়ে যেতে থাকে।

দুই

গুড়ুম-গুড়ুম-গুড়ুম। ষ্টেনগানের গর্জনে শেখদের বাড়ীর লোকেরা হকচকিয়ে ওঠে। হাবিবুল্লাহ শেখের বিশাল দেহটি স্বশব্দে খাট থেকে মেঝেতে পড়ে যায়।

শেখের ষোলবছরের কন্যা মন্নুজা পিতার দেহের উপর আছড়ে পড়ে কান্নায় বেহুশ। স্ত্রী সাজেদা বেগমের বার বার দাঁত লাগছে। বাড়ীর চাকরানী ময়নার মা দাঁত ছাড়াতে রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠছে। চার বছরের পুত্র নোমানের

www.amarboi.org

খোঁজ নেয়ার আজ আর কেউ নেই। সে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হৈ চৈ কান্না কাটিতে পাশের বাড়ীর লোকদেরও ঘুম ভেঙে গেল।

লোকের সমাগমে শেখদের বাড়ী ভর্তি হয়ে পড়ালো উৎসুখ মানুষ মৃত্যুদেহ দেখার জন্য হুড়োহুড়ি করছে। পায়ের পাতার উপর ভর দিয়েও দেখার চেষ্টা করছে কেউ কেউ। নীরিহ মানুষটির জীবনাবশানে প্রতিবেশী মহিলাদের অনেকেই গলা ছেড়ে কান্না জুড়েছে।

বিষাদে ভরা করুণ পরিস্থিতিতে বাতাস ভারী। ও পাড়ার কাজী আবুল মজিদের পুত্র জামাল ভীড় ঠেলে মৃতদেহের একেবারে নিকটে পৌঁছলো। সুঠাম দেহের অধিকারী শেখের লাশ সে তন্ময় হয়ে দেখছে। রক্ত মাখা দেহ নিয়ে হাবিবুল্লাহ শেখ যেন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে।

গুলি বুক ভেদ করেছে। পাষণ্ডরা সাহরী খাওয়া অবস্থায় নির্মমভাবে জানালা দিয়ে গুলি ছুড়েছে। এই সরলপ্রাণ আত্মভোলা মানুষটি কারো উপকার ছাড়া অপকার করেনি। অথচ একেই হত্যা করা হলো। জামাল অবাক বিস্ময়ে ভাবতে থাকে। ফুঁপিয়ে ক্রন্দরত মন্নুজার দিকে দৃষ্টি পড়তেই সে চমকে ওঠে। এতো সেই মেয়ে যার সাথে তার বিয়ের প্রস্তাব উঠেছে। উহ! আজ ওর কি কঠিন বিপদ। যাকে বিয়ে উপলক্ষে সাজ গোজ অবস্থায় দেখার কথা আজ দেখতে হলো নিহত পিতার লাশের নিকট তার কান্নাভেজা মুখ। মনটা টনটন করে উঠলো জামালের।

শেখের বিছানার একপাশে লাল কালি দিয়ে লেখা এক টুকরা কাগজ দেখতে পেয়ে তুলে নিলো সে।

পড়ে দেখে তাতে লেখা শ্রেণীশত্রু খতম চলছে, চলবে। সর্বহারা মুক্তি দল।

সর্বনাশ ! এতো সহজ ব্যাপার নয়। এখানে রীতিমতো মার্কসবাদী লেনিনবাদী দল গড়ে উঠেছে। এ হত্যাকাণ্ড তাহলে তো ব্যক্তিগত রেষারেষিতে ঘটেনি। এটা একটা সংঘবদ্ধ চক্রের কাজ। এই শান্তিপূর্ণ সমাজে কি তাহলে আগুন লাগবে ? এ দলের কার্যকলাপ যে কি রকম হয় সে সম্পর্কে জামালের রীতিমতো পড়াশুনা আছে। খুন-খারাবী, ধোঁকাবাজী, শঠতা, ব্যভিচার, সন্দেহ পরায়ণতা, নির্বিচারে অত্যাচার এসব হচ্ছে ওদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কৌশল। ক্ষমতা দখলের পর সমাজতন্ত্র গড়ার নামে বিরুদ্ধবাদীদের নির্বিচারে ওরা হত্যা করে। রাশিয়ার ষ্ট্যালিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিকট গল্পোচ্ছলে বলেছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে বেশী লোক আমরা রাশিয়াতে সমাজতন্ত্র গড়তে সাংস্কৃতিক বিপ্লবে হত্যা করেছি। চীনের

www.amarboi.org

মাওসেতুং ইসলাম ত্যাগে রাজী না হওয়ায় দু'কোটি মুসলমানকে হত্যা করেছেন। সমাজতন্ত্রের নামে রক্ত নিয়ে খেলা করাই এদের নেশা। প্রতিভাবানদের পিছনে গুপ্তচর লাগিয়ে তাদের নাজেহাল করা, সন্দেহ হলে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ খাড়া করা এবং গুলির ভয় দেখিয়ে তাদের আপনজনদের দিয়ে অভিযোগের স্বীকৃতি নিয়ে বিচারের নামে হত্যা করা ওদের পেশা। ওরা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়।

এসব নির্মম দায়িত্বহীন অবিচারমূলক কাজের জন্য কারো নিকট জবাবদীহি করা লাগতে পারে এটা তারা আদৌ বিশ্বাস করে না। পরকাল, শেষ বিচারের দিন, ফেরেশতা, জাহান্নাম, জান্নাত, এসব ওদের নিকট হাস্যকর বিষয়। ষ্ট্যালিনের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বইখানি পড়ে সমাজ তন্ত্রীদের বিশ্বাস সম্পর্কে ধারণা একেবারেই পরিষ্কার হয়েছে।

সমস্ত শক্তিই নাকি বস্ত থেকে উদ্ভুত, অলৌকিক স্বত্ত্বা বলতে কিছুই নাকি নেই ; আল্লাহ ফেরেশতা তো দূরের কথা।

এই বিশ্বাস কার্যকরী করতে গিয়ে এককালীন ইসলামের আলোকে আলোকিত ইমাম বোখারীর জন্মস্থান বোখারা, তাসখন্দ এবং সমরখন্দ প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে তাদের ধর্মবিশ্বাস একেবারে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনৈতিক জংলী মতবাদ। মসজিদগুলোতে হয় তালা ঝুলছে নয়তো সেগুলো ঘোড়ার বাসস্থানে পরিণত হয়েছে। ভারতের পশ্চিম বাংলার কুচবিহার জিলার নকশাল বাড়ী এলাকায় শুরু হয়েছিলো এই সন্ত্রাসী দলের কার্যকলাপ। পশ্চিম বাংলায় তারা ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। তবে কি আমাদের দেশেও ঐ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে ? না এটা হতে দেয়া যায় না। আমরা মহান স্রষ্টার আদর্শ বিসর্জন দিয়ে ইহলোক ও পরলোকের শান্তি নষ্ট করতে পারি না।

যে মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, যিনি প্রয়োজনীয় বস্তু ও শক্তি দিয়ে আমাদের পালন করছেন, তাঁকে অস্বীকার করতে পারি না। পারি না তাঁর ওয়াদাকে অবিশ্বাস করতে। পারি না তাঁর শাস্তির ভয় থেকে মুক্ত হতে।

আমরা চাই সেই মহান স্বত্তার সন্তুষ্টি যিনি সকল স্বত্তার স্রষ্টা। এ জন্য প্রয়োজন হলে আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিতেও কুণ্ঠিত হবো না। ওদেরকে এ এলাকা থেকে উৎখাত করেই ছাড়বো। ইনশাআল্লাহ।

কঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে জামাল বের হলো। থানায় খবর দেয়া, লাশের ময়না তদন্ত ও দাফনের কাজে সে ছুটোছুটি শুরু করে দিলো।

www.amarboi.org

তিন

কেরামত আলীর শোবার ঘর। একটি টিম টিমে বাতি জ্বলছে। মেঝেতে জন পচিশের বসার মত মাদুর বিছানো। চৌকির উপর বসে কেরামত আলী মাওসেতুং-এর পাঁচটি প্রবন্ধ নামের লাল কভারের ছোট পুস্তিকাটি এক মনে পড়ছে। পুস্তিকাটির মধ্যে 'বোকা বুড়ো পাহাড় সরিয়ে ছিলো' প্রবন্ধটি তার খুব ভালো লাগলো। কাজ যতই অসাধ্য মনে হোক না কেন মনোনিবেশ সহকারে চালিয়ে গেলে একদিন তা শেষ হবেই। বুর্জোয়াদের শক্তি যত বেশীই হোক না কেন নিয়মিত উৎখাতের ফলে তা একদিন শেষ হবেই। হাবিবুল্লাহ শেখ ভালো মানুষ হলে কি হবে। সে তো বুর্জোয়া ছিলো। তাকে হত্যা করার ব্যাপারে কমরেড হারুনকে সহযোগিতা করে সে মন্দ কিছুই করেনি। সমাজতন্ত্র গঠনে খুন জখম সব কিছুই করা যায়। মার্কসবাদ, লেলিনবাদ এবং মাওসেতুং-এর চিন্তা ধারা মতে পাপ বলতে কিছুই নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মুড় মুড় করে জন বিশেক লোক ঘরটিতে ঢুকে চুপচাপ বসে পড়লো। শেষে আসলেন তাদের নেতা। তাঁর আসল পরিচয় জানা যায়নি। তিনি খলিল ভাই নামে পরিচিত। লেখাপড়ার ডিগ্রী সম্পর্কে কোনো কিছু জানা না গেলেও তিনি যে অনেক লেখাপড়া জানেন তা তাঁর কথা-বার্তা-কাজ-কাম ও ব্যক্তিত্বের মধ্যেই ফুটে ওঠে।

কেউ কেউ বলে তিনি তো এম. এ. পাশ হবেনই ; আরো আইন বিষয়ে বড় ডিগ্রী আছে।

যা হোক খলিল ভাই এসে সবাইকে লাল সালাম জানিয়ে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসনটিতে বসে পড়লেন। তিনি এক এক করে সকলকে তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। রহমতপুরের শেখদের বাড়ীতে কমরেড হারুনের সঠিক দায়িত্ব পালনে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করলেন। এই অ্যাকশনে পুলিশের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তিনি জানতে চাইলেন। বালিয়া পাড়ার কালুমিয়া বললো পাশের স্বচ্ছল পরিবারের লোকদের ধরে নিয়ে কিছু টাকা আদায় করেছে। এখন আর তেমন কোনো তৎপরতা নেই। বেলায়েত মুন্সী নাকি আমাদের কাজের সমালোচনা করছে। থানার দিকে তাকে যেতে দেখা গেছে কিছুটা অভিযোগের সুরে বললো সে।

–কোন্ বেলায়েত মুন্সী ? নেতাজী গর্জে উঠলেন।

www.amarboi.org

–দর্জির কাজ করে আর বালিয়া পাড়া মসজিদে নামায পড়ায়। নম্রসুরে কালু মিয়া বলে।

–কি সমালোচনা করে সে ? তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন।

–সে নাকি বলে সর্বহারা পার্টির লোকেরা মানুষের ঈমান নষ্ট করে। ওদের ঈমান নষ্ট, ওরা আল্লাহ রাসূল মানে না, পরকালে বিশ্বাস করে না। বিনা বিচারে মানুষ খুন করে। হাবিবুল্লাহ শেখের মত নিরীহ ভালো মানুষকে যারা খুন করে তারা কি কোনো ভালো কাজ করতে পারে ? ইত্যাদি ইত্যাদি।' জবাব দেয় কালুমিয়া।

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর নেতাজী মুখ খুললেন,

–'বলুন এই প্রতিক্রিয়াশীল বেঈমানটার কি শাস্তি দেয়া যায় ?

বসন্ত পুরের কালাম বেলায়েত মুন্সীর হাত পা ভেঙ্গে দেয়ার প্রস্তাব রাখলো। শালিখার ফরিদ তার চোখ অন্ধ করে দেবার কথা বললো। বিজ্ঞের ন্যায় নেতাজী বললেন "একটাও কাজের প্রস্তাব আসলো না। আসলে ওকে বাঁচিয়ে রাখলে পুলিশের কাছে সকলের নাম বলে দেবে। তারপর পুলিশী অত্যাচার চলবে আপনাদের অভিভাবকদের উপর। তাই মৃত্যু দণ্ডই একমাত্র পাওনা শাস্তি তার। আপনারা জানেন না, যারা ধর্ম ধর্ম করে তারা সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়াশীল হয়। বুর্জোয়া ও ধর্মভিরুরা আমাদের প্রথম শ্রেণীর শত্রু। ওদেরকে প্রথমেই উৎখাত করতে হবে।"

সকলেই নেতাজীর কথায় সায় দিলো। বেলায়েত মুন্সীর মৃত্যু দণ্ড পাশ হলো। নেতাজী হুকুম দিলেন মুন্সীর নামে কুৎসা রটনা শুরু করতে, যাতে এলাকার মধ্যে প্রচার হয়ে যায় যে, সে একটা খারাপ লোক, গণবিরোধী চরিত্রের মানুষ।

–'শ্যামপুরের কফিল মুন্নাহ নাকি মাঝে মধ্যে থানায় যায় টুকুর মায়ের দেয়া তথ্য ঃ বললো একজন পার্টি কর্মী।

–পার্টির সমালোচনা করে নাকি ? নেতাজী প্রশ্ন করলেন।

–তেমন কিছু শুনি নাই।

–তার গতিবিধির উপর নজর রাখতে হবে। আর কারো কিছু বলার আছে ? জিজ্ঞেস করলেন, নেতাজী।

কোনো সাড়া না পেয়ে তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন,

"শুনুন আপনারা আমরা বস্তুবাদে বিশ্বাস করি। এই বস্তুবাদই হচ্ছে সর্বহারা পার্টির মূলমন্ত্র। আমরা কোনো অলৌকিক সত্তায় বিশ্বাসী নই এবং

www.amarboi.org

কোনো নৈতিকতার ধার ধারি না। আমরা দেখতে পাচ্ছি গুটিকতক বুর্জোয়া সমাজের দরিদ্র জনসাধারণের উপর চালাচ্ছে শোষণ নিপিড়ন। এদেরকে সমূলে উৎখাত করেই সর্বহারার রাজত্ব কায়েম করতে হবে।

আমাদের সমাজের সাধারণ মানুষ ধর্মের উপর অন্ধভক্তি রাখে। কিন্তু ধর্মের সকল শাখা সম্পর্কে জ্ঞান রাখেনা। এদেরকে বস্তুবাদী সম্পর্কে কিছু বলা যাবে না। তাহলে ঐ যে বেলায়েত মুন্সীরা এদেরকে বিগড়ে দেবে। আমাদের সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বরং এদেরকে নামায রোযা করতে বলবেন, প্রয়োজনে নিজেরাও তাদের সাথে নামায পড়ে নিবেন। ইসলামের অর্থনীতি, রাজনীতি, বিচার ব্যবস্থা, উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি সম্পর্কে ওদের বিশেষ কোনো জ্ঞান নেই ; তাই নামায রোযা আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না। যদিও ধর্ম একটি জঞ্জাল তবুও এই মুসলমান প্রধান দেশে এর মৌখিক স্বীকৃতি দিয়েই কাজ করতে হবে। তবে ধর্মকে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এসব অনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। যারা ইসলামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি দিক গুলো তুলে ধরতে চায় তাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে হবে। বলতে হবে তারা পবিত্র ধর্মের মধ্যে রাজনীতির মত কলুষিত বিষয় জড়িয়ে ফেলতে চায়। অতএব ওরা ইসলামের পবিত্রতা নষ্ট করছে। সাধারণ মানুষের ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান নেই। সুতরাং তারা ইসলামকে পবিত্র এবং রাজনীতিকে অপবিত্র ভেবে আমাদের কথায়ই বিশ্বাস করবে। আর একটা বিষয় যারা সামাজিক কাজ থেকে হাত গুটিয়ে যিকির আযকারের নামে ধ্যানমগ্ন থাকে তাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। যাতে এসব অপদার্থগুলোকে অকেজো করে দেয়া যায়।"

সাথী ভাইয়েরা, যে কাজে আমরা হাত দিয়েছি তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ। এ কাজে লাগারপর অবহেলা করলে বা বিপথগামী হলে নিজের মৃত্যুই ডেকে আনা হবে।

অতএব সতর্কভাবে দায়িত্ব পালন করবেন, এটাই আমার অনুরোধ। অতপর 'ক' অঞ্চলকে সাত ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগে একজন করে দায়িত্বশীল সংগঠক এবং একজন বাহিনী প্রধান নিযুক্ত করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো।

শ্যামপুরের কাশিম খাঁর ছেলে নাজিমও এ মিটিংএ ছিলো, সে কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করে বটে কিন্তু কোনো কোনো ব্যাপারে তার মনে কিছু খটকাও থাকে। সমাজতন্ত্র কায়েম করতে বস্তুবাদে বিশ্বাসী হতে হবে আবার মৌখিক ধর্মের স্বীকৃতি দেবার মত ভনিতাও করতে হবে। মাঝে মাঝে প্রয়োজনে লোক দেখানো নামায পড়ার মত ভণ্ডামিও করতে হবে।

www.amarboi.org

কাজ উদ্ধারের জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে। জীবনটাই যেন মুনাফেকীতে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। পবিত্রতা বলতে যা কিছু সবই জীবন থেকে যেন খসে পড়ছে।

বেলায়েত মুন্সীর মত ভালো মানুষ কমই হয়।

হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে দিনাতিপাত করে অথচ এরই মধ্যে মানুষের অনেক উপকারও করে। মৃত্যু ব্যক্তির লাশ ধোয়ানো থেকে শুরু করে কবরে নামানো পর্যন্ত প্রায় সব কটি কাজই মুন্সী করে থাকে। পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কুরআন শরীফ শিক্ষা দেয় ও সেই সাথে কিছু লেখাপড়া শিখানোর কাজও সে করে এবং এসব করে সে বিনা পারিশ্রমিকেই। তার পাঁচটি মেয়ে এখনও অবিবাহিত। একা উপার্জন করেই সংসারটা কোনো রকম কায় ক্লেশে চালায়। পার্টি সম্পর্কে সে সমালোচনা করে হয়তো। কিন্তু পার্টিই বা হাবিবুল্লাহ শেখকে হত্যা করতে গেল কেন ? ধনীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করাই কি তার অপরাধ হয়েছে ? শেখের স্ত্রী পুত্র ও কন্যার করুন কান্না শুনলে কার না প্রাণ কাঁদে ! সেই থেকে বাড়ীটা যেন শোক সাগরে নিমজ্জিত হয়ে আছে।

আবার আর একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে। শেখদের ধন-সম্পদ আছে বলে তারা একদিন শোক সামাল দিয়ে উঠতে পারবে। কিন্তু মুন্সীর পরিবারের অবস্থা কি হবে ? উহ! এ বড় অসহ্য। মুন্সীকে বলে এখান থেকে সরাতে হবে। তাকে যাতে খুঁজে হত্যা করা না যায়। কিন্তু ব্যাপারতো কম বিপজ্জনক নয়।

পার্টির লোকেরা যদি জানতে পারে তাহলে তো তার নিজেরই নিস্তার নেই। গোপন তথ্য ফাঁস করে অনেককে জীবন দিতে হয়েছে। আর ভাবতে পারে না নাজিম।

চার

বেলা দুপুর গড়িয়ে যায় যায় অথচ এখন পর্যন্তও জামাল আসছে না। সাজেদা বেগম অধীর আগ্রহে তার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। ছেলেটা মাঝে মাঝে এসে এ শোক সন্তপ্ত পরিবারের খোঁজ খবর নেয়। সপ্তাহ খানেক হলো কোনো কাজে শহরে গিয়েছিলো, গতকালই বাড়ী ফিরেছে। এ বেলার মধ্যেই এখানে আসার কথা কিন্তু আসছে না কেন ? কিছু ঘটলো না তো ? নকশালদের নজরে পড়লে তো আর রক্ষা নেই।

ওদিকে পিতা হারা মনুজা জানালার পাশে বসে একমনে কি যেন ভাবছে। পিতার শোকে সে মুহ্যমান। খাওয়া দাওয়া কমে গেছে। চক্ষু কোটরে ঢুকেছে।

www.amarboi.org

টকটকে লাল রং কেমন যেন নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। চুলগুলো অযত্নে এলো মেলো। ষোল বছরের মন্নুজাকে দেখলে যেন আরো বেশী বয়সের মনে হচ্ছে। হঠাৎ মন্নুজা সম্বিৎ ফিরে পায়। জানালা দিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখে জামাল ভাই-ই-তো আসছেন। ছুটে গিয়ে আম্মাকে খবর দেয় সে। হন হন করে ছুটে এসে বৈঠক খানায় পা দিয়েই চাচী আম্মা' বলে ডেকে ওঠে জামাল। দরজার ওপর থেকে সাড়া দিয়ে সাজেদা বেগম বলেন, "কি বাবা তোমাকে খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে।"

চাচী আম্মা, আবার একটা অঘটন ঘটিয়েছে গো। ঐ পাষণ্ডরা নির্মমভাবে বেলায়েত মুন্সীকে হত্যা করেছে। সে কী লোম হর্ষক ব্যাপার ! মুন্সীকে গাছে ঝুলিয়ে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে।

নাড়ি-ভুড়ি মাটিতে পড়েছে আর দেহের বাকী অংশ ঝুলছে গাছে। এ ভয়াবহ দৃশ্য দেখলে কার না শরীর শিউরে ওঠে। ওরা এতো নির্মম এতো নিষ্ঠুর ! মুন্সীর স্ত্রী কন্যাদের সে কী মর্মভেদী বুক ফাটা আর্তনাদ ! তাদের শান্তনা দেবার কোনো উপায়ই কি আর আছে ? মুন্সী ও তার স্ত্রী কন্যারা নাকি ঐ পাষণ্ডদের অনেক হাতে পায়ে ধরে কান্না কাটি করেছিলো, তবুও ওদের পাষাণ হৃদয় টলেনি। ওরা হত্যা করেই ছেড়েছে। দুটো মেয়ে বিয়ের উপযোগী, আরো তিনটি নাবালিকা। তাদের নেই কোনো জমি জমা, সংসারে সে একাই ছিলো উপার্জনশীল।

এখন এ পরিবারের কি যে গতি হবে আল্লাহই জানেন।

খুনীরা কাগজে লিখে গেছে "জাতীয় বেঈমানদের পরিণতি এই-ই-হবে।–সর্বহারা মুক্তি দল।

–একি হলো বাবা ? বেলায়েত মুন্সীর মত গরীব মানুষকেও ওরা খুন করলো ? তবে ওরা চায় কি ?

–শুধু ধনীরাই ওদের লক্ষ্য বস্তু নয় চাচী আম্মা।

যারা ওদের কাজ কাম ও আদর্শের বিরুদ্ধে মত পোষণ করে তারাও ওদের শত্রু বলে বিবেচিত হয়। মন্সী গরীব হলেও ঈমানদার লোক ছিলো। সে ঐসব নাস্তিকদের ঘৃণা করতো এবং কখনো কখনো ওদের কাজের সমালোচনা করতো। চাচাজানকে হত্যা করাতে মনে খুব আঘাত পেয়েছিলো। সে কোথাও কোথাও মনের ঝাল ঝেড়ে ওদের কড়া সমালোচনাও করেছিলো। এসব ব্যাপার হয়তো তাদের কানে পৌঁছেছিলো। সেজন্য এ পৈশাচিক ঘটনা ঘটিয়েছে।

–আজ আমরা যে বিপদে, মুন্সীর পরিবারও ঠিক একই বিপদে। এ যে কি বিপদ বাবা, তা যারা এ বিপদে পড়েনি তারা বুঝবে না। মুন্সীর স্ত্রী ও

www.amarboi.org

কন্যাদের কষ্ট আমি সহ্য করতে পারবো না। ওদের সংসারের যাবতীয় খরচ আমি চালিয়ে নেবো।

মেয়েগুলোর বিয়ের খরচও আমি দেবো। জামাল, এ ধরনের পৈশাচিক হত্যা কি বন্ধ করা যায় না বাবা ? সাজেদা বেগমের উক্তি।

–এজন্য চেষ্টা করলে হয়তো সম্ভব হতে পারে। কিন্তু কতদিনে যে ওদের উৎখাত করা যাবে সেটা বলা যায় না। সম্পূর্ণরূপে উৎখাত না করা পর্যন্ত কার ভাগ্যে কি ঘটে বলা যায় না। জামাল জবাব দেয়।

–চেষ্টা কর বাবা, আর এখন তুমি কিছু খেয়ে নাও। ময়নার মা, খাবার দিয়ে যাও।

ময়নার মা খাবার দিয়ে যায়। খাবারের স্তুপ দেখে জামাল আৎকে ওঠে।

–এতো সব আমার জন্য কেন চাচী আম্মা ?

–খাও বাবা, একদিনও তো আমরা তোমাকে কিছুই খাওয়াতে পারি নাই। আজকে কিছু তৈরীর মত মনের অবস্থা হয়েছে তাই করেছি। সাজেদা বেগম মুন্সীর হত্যাকাণ্ডে খুবই মর্মবেদনা অনুভব করলেন।

–নকশালরা আল্লাহকে মানেনা, তাই না জামাল ভাই ? দরজার আড়াল থেকে মনুজার কণ্ঠ শোনা গেল।

–আদর্শগতভাবে মানেনা এবং বাস্তবেও স্বীকার করে না। তবে কখনো কখনো মুখে স্বীকার করে মুসলমান জনগণকে ধোঁকা দেয়ার জন্য। জামাল জবাব দেয়।

–মুসলমানরা ধোঁকায় পড়ে কেন ? মুসলমানদের ঈমান নষ্ট করছে যারা তাদের কথা তারা বিশ্বাস করে কেন ? মনুজার প্রশ্ন

–ওদের বিশ্বাস ও আদর্শ সম্পর্কে মুসলমান জন সাধারণের পুরোপুরি জ্ঞান নেই এবং ওরাও ওদের আদর্শ ও বিশ্বাস সম্পর্কে মানুষকে প্রথমে কোনো ধারণা দেয় না।

প্রথমে বড় চটকদার কথা দিয়ে ভুলিয়ে ফেলে।

ইসলামের সামাজিক ব্যবস্থা থেকে মানুষ দূরে সরে যাওয়ার কারণে ধনী, গরীব, আশরাফ-আতরাফ যে ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়েছে। ওগুলোর দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে নকশালরা সাধারণ ও অবহেলিত মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলে। তারপর তাদেরকে সংগঠিত করে নানা রকম অঘটন ঘটাতে থাকে। তারা ধনী লোকদের দেখিয়ে বলে, সর্বহারা রাজ কায়েম হলে তোমাদেরও তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবেনা। সকলেই সমান হয়ে যাবে। এসব

www.amarboi.org

মন ভুলানো কথায় সাধারণ মানুষ লোভে পড়ে যায় এবং তাদের সাথে মিলে মিশে কাজ করে। ক্রমে ওরা জনসাধারণের মধ্য থেকে কর্মী সংগ্রহ করে এবং ধীরে ধীরে তাদের চারিত্রিক মান এমন নীচে নামিয়ে দেয় যে, তারা আর সেখান থেকে ফিরে আসতে পারে না। জামাল মনুজাকে বুঝায়।

–তাহলে আসুন আমরা মানুষকে ওদের আদর্শ ও কুমতলব সম্পর্কে বুঝাই। আমি মেয়েদের মধ্যে কাজ শুরু করে দেব। সমাজের মানুষ যাতে আর পিতাহীন স্বামীহীন না হয় সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাবো। মনুজার প্রস্তাব

–খুব ভালো কথা। এ কাজ খুবই জরুরী। কেননা এরা এখানে মজবুত হয়ে বসতে পারলে খুন খারাবীর দ্বারা মানুষের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করবে এবং শেষে মানুষকে ওদের দাস বানিয়ে ছাড়বে। অনেক আশার কথা শুনিয়ে মানুষকে ধোঁকা দিবে এবং শেষে সব আশা ধূলিস্মাৎ করে ওরাই মানুষের দণ্ডমুণ্ডের মালিক হবে। মহিলাদের মধ্যে তুমি কাজ করতে পারো তবে এ কাজ করতে হবে খুবই বুদ্ধিমত্তার সাথে। যারা গোপনীয়তা বজায় রাখতে পারে এবং যারা তোমার হিতাকাংখী কেবল তাদের মধ্যেই প্রথমে কাজ করতে হবে।

আল্লাহর প্রতি ঈমান মজবুত করণ ও ঈমানের দাবীতে যা করণীয় সেগুলো বুঝাতে হবে। তারপর নাস্তিক্যবাদী আদর্শ বিশ্বাস করলে এবং মানলে কি ক্ষতি হয় তা পরিষ্কার করবে। এসব ব্যাপারে জ্ঞান লাভের জন্য আমি তোমাকে শীঘ্রই কিছু বই পড়তে দেবো।

জামাল খাওয়া শেষ করে হাত ধুচ্ছে, ঠিক এমনি সময়ে পরশী এক বৃদ্ধা চিৎকার করতে করতে শেখদের বৈঠক খানায় উঠে পড়লো। বৃদ্ধা জামালের পা ধরবার জন্য উদ্যত হতেই তার হাত দ্রুত সরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো জামাল। কি হয়েছে গো তোমার ?

বুড়ী হাউ মাউ করে কেঁদে বলে "আমার পোলা মসলেম আলীকে পুলিশ ধরছে গো ! সে ও পাড়ায় গেছিলো জন দিবার জন্য। বেলায়েত মুন্সীকে নকশালরা মারছে আর পুলিশ ধরছে আমার পোলাকে। বাবা আমার মসলেমকে আইনা দাও গো। ও বাবা, পুলিশের লোক আমার পোলাকে খুব মারছে। আমার মসলেম মইরা যাবে গো।"

জামাল বুড়ীকে শান্তনা দিয়ে বুঝায় "তোমার ছেলেকে পুলিশে মেরে ফেলবে না গো। তোমার ছেলেতো আর মুন্সীকে মারেনি। তাই ওরা এমনিতেই ছেড়ে দেবে। আর এখনই যদি আমি তাকে ছাড়াতে যাই তাহলে আমাকেই

www.amarboi.org

ধরবে। এখন যদি না ছাড়ে তবে আমি চেষ্টা করবো। এখন চুপ করে থাকো গে যাও।

–বাবা গো, পুলিশের মারে আমার পোলা যদি মরি যায় তাইলে কি করবো গো ?

–আরে বাপু বললাম তো পুলিশে মেরে ফেলবে না। তাও শুধু অকারণ চ্যাচাচ্ছো।

–তা যেতি হয় তা'লি আমি দেখিগে গো, তুমি আমার পোলার জন্যি চিষ্টা করো গো।

আমার কি হলু গো, ও আল্লাহ! আমার ছেলেকে বাঁচাও আল্লাহ।

পাঁচ

বালিয়া পাড়ার সমীরুদ্দীন মোড়লের বৈঠকখানা। জন বিশেক পুলিশের লোক দশজন লোককে হাতপা বেধে বেদম পিটাচ্ছে। ভীতি বিহ্বল মানুষের ভয়ার্ত চিৎকার ও গোঙানিতে মোড়লের বাড়ী বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছে। পিটুনীর সাথে সাথে ধৃত ব্যক্তিদের কর্কশ স্বরে পুলিশ শুধাচ্ছে

–বল শালারা মুন্সীকে কারা মেরেছে ?

পাড়াময় ঘুরে এসে চতুর জাফর আলী পুলিশের বড় কর্তার হাতে গোপনে একটি কাগজের মোড়ক তুলে দিলো। বড়কর্তা ধৃত ব্যক্তিদের পিটানো বন্ধের নির্দেশ দিলেন। মাথা পিছু মাত্র পাঁচশো টাকা করে সংগ্রহ করা গিয়েছে। বড় কর্তা বেশী খুশী হতে পারেননি। তিনি কেমন হৃদয়ের মানুষ, তাই দয়া পরবশ হয়ে আসামীদের ছেড়ে দিলেন। রহমতপুরের মসলেম আলীকে ছাড়া হলো না, তার টাকা এসে পৌছায়নি। টাকা নিয়ে থানায় যেতে বলে তাকে নিয়ে পুলিশ থানায় রওয়ানা দিলো।

বেদনায় কাতরাতে কাতরাতে মুক্তি পাওয়া ব্যক্তিরা একে অপরের দিকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে ভাবের বিনিময় করলো কিছুক্ষণ। তারা বলাবলি করলো–

'মার খেলাম টাকা দিলাম তবু জান তো বাঁচছে। নকশালরা ধরলে যে জানই চলে যায়।'

কোমর ও পায়ে ব্যাথা নিয়ে হারেস সরদার খোড়াতে খোড়াতে বাড়ী যাচ্ছে। পথে তার স্ত্রী আমেনার সাথে দেখা। স্বামীর অবস্থা দেখে ডুকরে

www.amarboi.org

কেদে উঠলো সে। পুলিশের বিরুদ্ধে গালিগালাজ করতে করতে স্বামীর হাত ধরে বাড়ীতে পৌছলো। পুলিশের মারের বেদনা উপশমের জন্য আমেনা ব্যস্ত হয়ে উঠলো। মেয়ে ফরিদাকে ব্যাথার মালিশ খুঁজতে বললে সে পারবে না বলে জানিয়ে দিলো।

হারেস সরদার আশ্চর্য হয়ে তার স্ত্রীর দিকে তাকায়।

–এ কি হলো গো। মেয়ে তোমার এতো বেয়াড়া ক্যামনে হলো ?

আমার বিপদে ওর কোনো চিন্তাই নাই দেখছি। তোমার কথাও তো শুনছে না।

–দেখলেতো কত বেয়ারা হইছে মেয়েটা তোমার। ডাকাতের মত মানুষটার সাথে দিনরাত কি যে আলাপ করে আল্লাহই জানেন। ওকে আর লেখাপড়া করানোর দরকার নেই। দশক্লাশ তো পড়েছে। এতেই চলবে। শীগ্‌গীর ওর বিয়ে দিয়ে দাও। তা না হলি কি হয়া পড়ে তার ঠিক নাই।

–তার মানে ? তুমি খারাপ কিছু দেখছো নাকি ?

–বললামই তো। ঐ যে পার্টির ডাকাতরা ওর সাথে কি আলাপ করে মানা করলি শোনেনা। ওদের কাছে যাতি না দিলে আমাগো ঘাড়ে মাথা থুবিনি। আর মিশ্‌লি কি হয় তুমি বোঝো না ?

–সত্যিই গো। তোমার কথাই ঠিক। কালই আমি ওর বিয়ের খোঁজে বেরুবো। তোমার ভাইকে একটা খবর দাও। ওকে সাথে নিয়ে যাবো। সেই ছেলেটার কথা মনে আছে ? ঐ যে বশীর হাটের হাসেম মুল্লাহর ছেলে ইউসূফ। একবার তো এরাই বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলো। ছেলেটা বি.এ পাশ, প্রাইমারী স্কুলে মাষ্টারি করে।

–হ্যা, ভালোই মনে আছে। তার বিয়ে না হলি পারে ওখানেই দ্যাকো।

–সে বিয়ে করিনি গো। সে নাকি বলেছে ফরিদার সাথে বিয়ে না হলি সে বিয়েই করবে না।

–ভালো কতা তো। আমি মুনসুরকে খবর দিচ্ছি। কালই তোমরা দুইজনা যাও। রাত্রির মদ্দি তোমার ব্যাতাও কুমি যাবিনে।

খবর পেয়ে ফরিদার মামা মনসুর পরদিন সকালেই বোনদের বাড়ীতে আসলো।

হারেস সরদার শ্যালককে সাথে নিয়ে বশীর হাটের দিকে রওয়ানা দিলো। প্রথমেই তারা হাসেম মুল্লাহর বাড়ীতে না উঠে তার প্রতিবেশী করম

www.amarboi.org

আলীর সাথে দেখা করলো। বিয়ে প্রসঙ্গে আলাপ করার পর করম আলী তাদেরকে নিয়ে হাসেম মুল্লাহর বৈঠকখানায় উঠলো। কুশলাদি জিজ্ঞেস ও প্রাথমিক আপায়নের পর করম আলী বিয়ের আলাপ শুরু করলো।

বিয়ের ব্যাপারে ছেলের মতামত জানা দরকার বলে কথা বার্তা এ গুলো সম্ভব হলো না। দুপুরের খানা খাবার পর তারা অগত্যা বৈঠকখানায় বিশ্রাম নিলো। বিকাল বেলায় ইউসূফ স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে জানতে পারলো মেহমানরা তার জন্যই অপেক্ষা করছে। একবার সে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। আর আজ তারাই প্রস্তাব নিয়ে এসেছে।

ইউসূফ মনে মনে খুব খুশী। এক বছর আগে স্কুল ফিরতি ফরিদাকে পথিমধ্যে দেখে তার মনে যে স্বপ্নসাধ সৃষ্টি হয়েছিলো, আজো তা বিদ্যমান। তার সেই সাধই পূরণ হতে চলেছে ভেবে সে পূলকিত। মনের ভাবাবেগ চেপে নিম্নস্বরে সে তার সম্মতির কথা মায়ের কাছে প্রকাশ করলো। যথা সময়ে হাসেম মুল্লাহ ছেলের সম্মতির কথা জেনে মেহমানদের সাথে পুনর্বার আলাপ করলো।

মেয়ে দেখা থেকে শুরু করে বিয়ের দিন তারিখ, লেনদেন, ও বরযাত্রীর সংখ্যা নির্ধারণ ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। এতে সূর্য ডুবু ডুবু পর্যন্ত সময় কাটলো। মাগরিবের নামাযটা মুল্লাহর বৈঠকখানায় সেরে শালা ভগ্নিপতি বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিলো।

হারেস সরদার মোটামুটি খুশীই হয়েছে। বিয়ের খরচ খুব একটা বেশী তার লাগবে না। ছেলের চেহারা স্বাস্থ্য ভালো আর রোজগারও যথেষ্ট। বাপ মায়ের একই ছেলে সে। বিয়ে হলে মেয়েটি যে তার সুখে থাকবে এতে আর সন্দেহ নেই। বুক ভরা আশা নিয়ে পথ চলছে হারেস সরদার।

গ্রামে পৌঁছে এক সময় মনসুর ডানদিকে তার বাড়ীর দিকে আলাদা হয়ে গেল।

হারেস সরদার বাড়ীর নিকট পৌঁছে দেখলো কোনো ঘরেই আলো জ্বলছে না। ব্যাপার কি ? রাত তো বেশী হয় নাই। সবাই ঘুমিয়ে পড়লো নাকি ?

চোরের মত গুড়ি মেরে ঘরে ঢুকে দেখে তার স্ত্রী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ছোট ছেলে দু'টি অযত্নে পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে। ব্যাকুল হয়ে সে স্ত্রীকে শুধায়, "কি হলো গো তোমার ? কাঁদছো কেন ?

–সর্বনাশ হইছে গো, সর্বনাশ হইছে।

–আরে, সর্বনাশ হলো কিসে ? হারেস সরদার ভীষণ উদ্বিগ্ন

www.amarboi.org

–তোমার মেয়ে পালাইছে

সপাং করে কে যেন হারেস সরদারের পিঠে চাবুক কষে দিলো। স্ত্রীর পাশে সেও গড়িয়ে পড়লো। মাথাটা তার একেবারে খারাপ হওয়ার উপক্রম, চিন্তার কীট যেন তার মাথার মধ্যে কিলবিল করছে।

আজকের সব আয়োজন একেবারে পণ্ড হয়ে গেল। কি হলো আল্লাহ, মান ইজ্জত সবই গেল। লোকে বলবে কি ?

–অ্যাগো, সেকি একাই গেছে ?

–না গো না, ঐ নকশাল ডাকাতটা আসছিল।

সেই নিয়ে গেছে। এই নাও তোমার মেয়ের চিঠি। দ্যাকো কি লেকেচে।

আলো জ্বেলে চিঠি পড়ে হারেস সরদার। মাকে সম্বোধন করে ফরিদা লিখেছে।

"তুমি ব্যাথা পাবে জেনেও হারুন ভাইয়ের হাত ধরে পথে নামলাম। এ পথে আছে শান্তি, স্বাধীনতা, ভবিষ্যৎ। আমার মতামত না জেনেই আমার বিয়ে ঠিক করতে যাওয়া আব্বার ঠিক হয়নি। এজন্য কষ্ট পেতে হবে। ইতি ফরিদা।"

–কি সর্বনাশ। এখন মেয়ের খোঁজ করাও বিপদ। খুনী নকশালরাই নিয়ে গেছে। হায় খোদা! কি করলাম আমরা। কেন বাড়ীতে ওদের জায়গা দিলাম। না হয় জীবনই দিতাম। এ অপমান কি করে সহ্য করি।

হারেস সরদার এপাশ ওপাশ করতে থাকে। ক্রমে রাত গভীর হয় ঘুম তাদের সাময়িকভাবে শান্তি দান করে।

ছয়

বালিয়া পাড়া থেকে তিন মাইল দূরে কাজল দীঘির রফিক মিয়ার বাড়ী। অনেক রাত্রিতে চাপা কণ্ঠের আওয়াজ শুনা গেল।

–রফিক ভাই, ও রফিক ভাই।"

ঘুমভেঙ্গে গেল রফিক মিয়ার। নিম্ন স্বরে শুধালো

–কে ?

কমরেড হারুন

দরজা খুলে দেয় সে। কমরেড হারুনের সাথের তরুনির পরিচয় জানতে চাইলে কমরেড হারুন জানায় "একজন মহিলা কর্মী, নাম হালিমা।"

www.amarboi.org

–সুন্দর মেকআপ তো। মহিলা বলে চেনার উপায়ই নেই। আপনাদের খানা পিনা লাগবে তো ?

–আমরা খেয়ে এসেছি। শুধু থাকার ব্যবস্থা হলেই চলবে।

একই ঘরে দুজনের থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া হলো। আই.এ পাশ রফিক মিয়া জমির আয় দিয়ে এবং বাড়ীর পাশে মুদিখানা দোকান চালিয়ে স্বচ্ছল ভাবেই জীবন যাপন করে। স্ত্রীর বড় ভাই জমির আলী বউসহ এ বাড়ীতেই থাকে।

দোকানে বেচা কেনার কাজ ও চাষাবাদে সহযোগিতা করতে হয় তাকে। নকশালরা মানুষ খুন করে তাই তাদের হাত রাখার জন্যই এ বাড়ীতে ওদের যায়গা দেয়া হয়। এতে কিছু খরচ ও পুলিশ হামলার ঝুঁকি বাড়লেও প্রাণ নাশের ঝুঁকি থেকে রেহাই পাওয়া যায়। রফিক মিয়ার বাড়ীর ঘরগুলো গোপনীয়তা রক্ষার বেশী উপযোগী, তাই নকশালদের আনা গোনাও এ বাড়ীতে বেশী। আজ সন্ধায় জরিনা ও কমরেড ফজলের জুটি বিদায় নিলো আবার হারুনের জুটি এসে হাজির।

খরচ ও ঝুঁকি যাই-ই হোক না কেন বাড়ীতে পরদা রাখা আর গেল না। বাড়ীর একেবারে অভ্যন্তরে নকশাল পুষনে বউঝিদের পরদা আর কিভাবে রাখা যায়। অথচ গ্রামের সবচেয়ে পর্দানশীল পরিবারের একটি পরিবার তাদের।

আবার ওরা বলে এমন দিন আসবে যখন বউঝিদের সাথে এক বিছানায় এক লেপের মধ্যে শুইয়ে রাখতে হতে পারে। যাতে পুলিশের লোক বাড়ীর মানুষ ভেবে না ধরতে পারে। কী দুঃসময় সামনে !

সকালে ঘুম ভাংলে ফরিদা ওরফে হালিমা রফিক মিয়ার স্ত্রী ও তার ভ্রাতৃ বধূর সাথে আলাপ জমিয়ে নিলো। অনেক চমকপ্রদ কথা বলে সে এদেরকে মুগ্ধ করে ফেললো। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে ফরিদা বললো সে মাবিয়ার সাবেক জমিদার পরিবারের মেয়ে।

গরীব দুঃখীদের কষ্ট দূর করতে বিপ্লব করার জন্যই এ পথে নেমেছে। সে দিন আর দূরে নয় যখন এদেশে সর্বহারা মুক্তি দলের নেতৃত্বে সর্বহারা রাজ কায়েম হবে। আর আমরাই হবো দেশের শাসক। জনযুদ্ধ শীগগীরই শুরু হবে। আপনারাও আমাদের সাথী হয়ে এ লড়াইয়ে অংশ নেবেন।

এক পর্যায়ে জমির আলীর স্ত্রী ফরিদাকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনার স্বামী কোথাকার মানুষ ?' আশ্চর্য হয়ে ফরিদা জবাব দেয়, "আমার আবার স্বামী কোথা থেকে এলো ? আমি তো অবিবাহিতা।"

www.amarboi.org

–কেন ঐ যে যার সাথে থাকছেন।

–সে তো আমাদের কমরেড হারুন ভাই।

–আপনিতো রাত্রিতে তার কাছেই ছিলেন।

–হয় থাকিতো। তাই বলে উনি স্বামী হবেন কেন ?

–স্বামী ছাড়া অন্য কারো সাথে থাকাটা কি শরীয়ত মতে ঠিক ?

–রাখেন আপনাদের শরীয়ত আর ধর্ম। ঐ সবই তো সকল অনিষ্টের মূল। ধর্মের নাম করেই শোষকরা শোষণ করে আর শরীয়তের নামে শোষণকে বৈধ করে।

–কি জানি আপনাদের বিশ্বাস আবার কি রকম তা আল্লাহই জানে।

–এ বিশ্বাস আপনাদেরও করতে হবে। আমরা ধর্মের কোনো আইনই মানিনা। মার্কসবাদ লেলিনবাদই আমাদের আদর্শ। আমরা এ আদর্শই প্রতিষ্ঠা করবো। আদর্শ প্রতিষ্ঠার আগে বিয়ে সাদীর কথা চিন্তাই করতে পারি না।

জমির আলীর স্ত্রী অবাক হয়ে ভাবে। এরা তো অদ্ভুত মেয়ে। জরিনাও পর পুরুষের সাথে রাত্র যাপন করে আবার বলে তার বিয়েই হয়নি।

এ মেয়েটিও তাই-ই বলছে। এদের ব্যাগে আবার জন্ম নিয়ন্ত্রণের সামগ্রীও পাওয়া যায়।

বড়ই অদ্ভুত ওদের জীবন। ওরা সব মেয়েদেরই ওদের মতো করতে চায় নাকি তাই বা কে জানে। আবার সুন্দরী মেয়েদের নিয়েই নকশালরা চলা ফেরা করে। ও পাড়ার সামুর সুন্দরী মেয়ে সুলতানার উপর নজর পড়েছিলো নকশাল ছোকরা সেলিমের। শেষ পর্যন্ত নকশালদের হাতে পায়ে ধরে সামুর মেয়েকে রক্ষা করতে হয়েছে। ওদের দাপট বেড়ে গেলে যুবতী মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা কঠিন হয়ে পড়বে।

সুযোগ করে সে তার স্বামীর সাথে এ বিষয়ে আলাপ করে। জমিদার পরিবারের মেয়েটা আজ নাকি পথে নেমেছে। সমাজতন্ত্র গড়ে গরীবের অভাব ঘুচাতে। পরপুরুষের সাথে মেলা মেশা করে চরিত্র নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু করতে পারে কিনা তাই দেখুন।

–কে জমিদার পরিবারের মেয়ে জমির আলীর জিজ্ঞাসা।

–ঐ যে হালিমা নামের যে মেয়েটি এসেছে, সে নাকি সাথিয়ার জমিদার পরিবারের মেয়ে।

www.amarboi.org

–অবাক করলে দেখছি তোমরা। বালিয়া পাড়ার হারেস সরদারের মেয়েকে জমিদার পরিবারের মেয়ে বানিয়ে নিয়েছো দেখছি।

–আরে আমরা বানাবো কেন, সে তো নিজেই বলছে। তার তো চোখে মুখে কথা। তাহলে দেখছি তার সব কথাই মিথ্যে।

–মিথ্যে তো হবেই। মিথ্যে কথা, মিথ্যে আশ্বাস দিয়েই ওরা মানুষকে ভুল পথে নিতে চায়।

ওরা যে বলে সমাজতন্ত্র গড়ে গরীবের দাবী মেটাবে। আসলে এটাও মিথ্যা কথা। এই ধোঁকা দিয়ে গরীব জনসাধারণদের নিয়ে জোট বাধে, এদের নিয়ে দেশময় খুন খারাবী চালিয়ে সরকার অচল করে দেয়। এদের আশ্বাস দেয় যে, এ সরকার উৎখাত করতে পারলে সকল জমি তাদের মধ্যে বন্টন করে দেবে। লোভে পড়ে মানুষ ওদের দলে ভীড়ে দলকে শক্তিশালী করে, জীবন দিয়ে সরকারী বাহিনীর সাথে লড়াই করে। যদি সরকার উৎখাত করতে পারে এবং ক্ষমতা হাতে পায় তবে সাথে সাথেই ওয়াদা ভঙ্গ করে। জমি জমা সব সরকারী করে নেয় আর পার্টির লোকেরাই হয় তার আসল মালিক। তারাই খেয়াল খুশী মতো জনগণকে দাস হিসেবে খাটায়। এ মুষ্টিমেয় কয়েকজন হয় মালিক আর গোটা দেশবাসী হয় তাদের ভৃত্য। তখন আর কারো কিছু করার থাকে না। ওরা ওদের বিপরীত মত পোষণকারীকে খুন গুম করে দেয়। ওদের স্বেচ্ছাচারিতায় মানুষ গজবে পড়ে। মানুষ হয় মেশিন। রাশিয়ার সমাজ তান্ত্রিক বিপ্লব চলাকালে লেনিন কুলাক কৃষকদের এই বলে ধোঁকা দিয়েছিলো যে তোমারই হবে জমির মালিক, জোতদার জমিদারদের উৎখাত করো। কুলাক কৃষকরা প্রাণপণ লড়ে জমিদারদের উৎখাত করলো, ঠিক সাথে সাথেই লেনিন হুকুম দিলেন "আর এক ঘন্টাও নয় এখন থেকেই জমির মালিক সরকার।

তারপর ঐ কৃষকরা লেনিন বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ে জীবন বিসর্জন দিলো।

কত বড় ধোঁকা যে দিতে পারে এটাই তার নমুনা।

–তাহলে আমাদের কি হবে গো। মেয়েটাও বড় হচ্ছে ধীরে ধীরে।

–অপেক্ষা করো। মুসলমানদের দেশে এই কুফরী আদর্শ চলতে পারবে না। নিশ্চয়ই এর বিরুদ্ধে জনমত তৈরী হবে। তখন আর ওদের অস্তিত্বই দেশবাসী রাখবে না।

হে আল্লাহ! এসব অমঙ্গল থেকে দেশকে বাঁচাও। দেশের মানুষ যেন ইহলোক ও পরলোকের শান্তি লাভের পথে চলতে পারে। জমির আলী স্ত্রীকে বলে, "আজ রাতে একখানে যাবো গো। ফিরতে দেরী হবে।"

www.amarboi.org

সাত

রহমত পুরের শেখদের বাড়ী। অল্প আলোতে ভিতরের একটি ঘরে বসে কয়েকজন আলাপরত। এলাকার বেকার যুবকদের ধীরে ধীরে নকশালয় সংগঠিত করতে চলেছে। এর পরিণতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে জামাল বলে।

–নকশালরা এই যুব শক্তির মধ্যে নাস্তিক্যবাদী আদর্শ বস্তুবাদের বিষ একবার ঢুকিয়ে দিলে তা আর বের করা যাবে না। তাদের মধ্যে ভালো আদর্শ ঢুকানোর আর জায়গা থাকবে না। যেমন আলকাতরা বোঝাই পাত্রে মধু রাখার জায়গা থাকে না। তাই যত দ্রুত সম্ভব আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এখনও যারা বস্তুবাদের বিষ পুরোপুরি গিলে নাই তাদেরকে এর পরিণাম সম্পর্কে বুঝাতে হবে। তবে সাবধান থাকতে হবে, যারা কেবল আমাদের আপনজন ভাবে এবং আমাদের ক্ষতিকে ভয় করে প্রাথমিক ভাবে কেবল তাদের মধ্যেই কাজ করতে হবে। এদের মধ্যে যারা ঐ বিষ পুরোপুরি গিলেছে তাদের এড়িয়ে চলতে হবে। কারণ ওটাকে সহসাই ওরা ত্যাগ করতে পারবে না।

উল্টো আমাদের ঘোরতর শত্রু বনে যাবে। যুবকদের কুরআনের তাফসীর, হাদিস ও ইসলামী সাহিত্যের বই পড়াতে হবে। যাতে ঐগুলো সঠিকভাবে বুঝে পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

–ওরা মেয়েদের মধ্যেও কাজ শুরু করেছে, সত্য মিথ্যা বলে নারী সমাজকে বিভ্রান্ত করছে। এ ব্যাপারে আমাদের পদক্ষেপ কি হবে? প্রশ্ন জমির আলীর।

–মেয়েদের মধ্যে মন্নুজা কাজ শুরু করেছে। বড় উৎসাহ সহকারে সে স্বতস্ফূর্তভাবেই একাজ শুরু করেছে। জামাল জবাব দেয়। ময়নার মাকে ডেকে মন্নুজাকে পাশের ঘরে আসতে বলে সে। পরদার আড়াল থেকে মন্নুজা তার উপস্থিতির আভাষ দিলে জামাল প্রশ্ন করে,

–কয়জনকে এ পর্যন্ত সংগঠিত করতে পেরেছো মন্নুজা?

–আমাদের এ পাড়ায় দশজনকে তৈরী করেছি, এরা অন্যদের উপর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

ইসলামী সাহিত্যের বইয়ের বড় দরকার এখন। বই কিনতে আমার আম্মা পাঁচশত টাকা দিতে চেয়েছেন। বই সংগ্রহ করে দিলে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো।

–ঠিক আছে বই আনিয়ে দেবো। মেয়েদের মধ্যে কাজের অসুবিধা হচ্ছে না তো?

www.amarboi.org

কিছু তো আছেই। কয়েকটি মেয়ে নকশালদের সাথে মিশে গেছে তারা আমাদের সন্দেহের চোখে দেখছে বলে মনে হয়। এদের দৃষ্টি এড়িয়ে কাজ করতে কিছু অসুবিধা হচ্ছে।

–হাঁ তাদের দৃষ্টি এড়িয়েই কাজ করতে হবে। আগেই বলেছি খুব বিশ্বস্তদের মধ্যে কাজ করবে। যারা ঐ দলের খপ্পরে পড়েছে বলে মনে হয় তাদের থেকেও সাবধান থাকতে হবে। তাদের সাথে দীনের মূল বিষয় সম্পর্কে আলাপ করা যায়। নকশালদের কথা বলা যাবে না।

–জামাল ভাই নকশালদের পুলিশে ধরিয়ে দিলে কেমন হয়? প্রশ্ন জমির আলীর।

–এখন তা সম্ভব নয়। কারণ এলাকায় নকশালরা ব্যাপক আকারে সংগঠন করে ফেলেছে। কোনো নির্দিষ্ট বাড়ীতে পুলিশ আক্রমণ চালালে দুই একজন নকশাল হয়তো ধরা পড়তে পারে। এতে আমাদের তৎপরতার কথাও জানা জানি হয়ে যাবে। আমরা এখনও এতোটা সংগঠিত হই নাই যে ওদের সাথে মুকাবিলায় পেরে উঠবো। পুলিশ আমাদের কাজ সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষা করবে না। কাজেই আমাদের নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সেই সাথে নাস্তিক্যবাদ সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করা অত্যন্ত জরুরী। জনগণ ওদের আদর্শ গ্রহণ করতে রাজী না হলে ওরা কোনো ভাবেই টিকে থাকতে পারবে না। ওদের পায়ের নীচ থেকে মাটি আপনা আপনিই সরে যাবে।

–ওরা তো আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে চলা ফেরা করে। লোকে স্বইচ্ছায় না হলেও ভয়েই ওদের অনুগত থাকে। প্রাণভয়ে ভীত হয়ে ওদের বিরুদ্ধে কিছু করতে রাজী হয় না। তাহলে কিভাবে জনগণকে তাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করা যাবে? কাসেম আলী জানতে চায়।

–আমরা তো জনগণকে সংগঠিত করতে যাবো না, নকশালদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতেও তাদের বলবো না। আমরা শুধু নকশালদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির চেষ্টা চালাবো। ষ্ট্যালিনের দ্বন্দ্বমূলক ধন্যবাদ ও কমুনিষ্ট পার্টির মূল ইস্তাহার পড়ে জনগণকে বুঝাবো। আর কুরআনের এ সম্পর্কিত আয়াতগুলো পড়ে তার অনুবাদ ও শিক্ষা সম্পর্কে বুঝাবো। এদেশের মানুষের আল্লাহর প্রতি ঈমান অত্যন্ত গভীর। খোদা বিরোধী নাস্তিক্যবাদী আদর্শ সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান দিতে পারলে এসব সমাজতন্ত্রীদের ধোঁকায় মানুষ পড়বে না। বরং ওদের বিরুদ্ধেই জিহাদ শুরু করবে। জনগণ জাগলে ওদের অস্তিত্বই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। জবাব দেয় জামাল। কাজের ধরন এবং এলাকা ভাগ করে মিটিং শেষ করা হয়। যাবার সময় পরদার আড়াল থেকে আওয়াজ আসে।

www.amarboi.org

–জামাল একটু দেরী কর বাবা, কিছু কথা আছে। ঐ যে মুন্সীকে তারা খুন করলো, তার ব্যাপারে থানা পুলিশ কি কিছু করছে ?

–কি আর করবে, কিছু নিরীহ লোককে ধরে পয়সা কড়ি আদায় করেছে। এ গ্রামের মসলেম আলীর মা তার দূধালো গাভীটি বিক্রি করে ছেলেকে ছাড়িয়ে এনেছে।

–এই লও বাবা ওদের বই কেনা বাবদ পাঁচশত টাকা আর এই এক হাজার টাকা মুন্সীর স্ত্রীর নিকট দিও। দোয়া করি বাবা তোমরা যেন জয়লাভ করতে পারো।

আট

রাত নয়টা। সর্বহারা মুক্তি দলের নেতৃত্বে গরীব মানুষের মিছিল চলেছে। আকাশ বাতাস মুখরিত করে শ্লোগান চলছে—সর্বহারা মুক্তি দল-জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।

মাওসেতুং মাওসেতুং–জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।

তোমার চেয়ারম্যান আমার চেয়ারম্যান–মাওসেতুং মাওসেতুং

তোমার নেতা আমার নেতা–মাওসেতুং মাওসেতুং

মার্কসবাদ লেলিনবাদ–জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ

কমরেড হারুন মিছিলের শৃংখলা রক্ষার জন্য আগে পাছে ছুটাছুটি করছে।

নেতাজী খলিল ভাই আটদশজনের একদল সহ পিছে পিছে যাচ্ছেন। শ্লোগানে কেরামত আলীর গলা সর্বোচ্চ। এতোবড় মিছিল খাড়া করতে পেরে তার বুক ফুলে উঠেছে। মিছিলের আগে থেকে হাত উচু করে লাফিয়ে লাফিয়ে সে শ্লোগান দিচ্ছে।

জাতীয় বেঈমানরা–হুশিয়ার হুশিয়ার

সরকারের দালালরা–হুশিয়ার সাবধান।

মিছিলে যোগদানকারী লোকদের বলা হয়েছে তাদেরকে ধান দেয়া হবে।

অভাবের সময় ধান পাওয়ার আশায় ধামা বস্তাসহ বহুলোক এসেছে। তাদের নিয়েই মিছিল। মিছিল চলছে তো চলছেই। কোথায় যেতে হবে

www.amarboi.org

ধান কোথায় তা মিছিলের সাধারণ লোকেরা জানে না। সাধারণ লোকেরা মাওসেতুং কে তা চেনে না তবুও বলে জিন্দাবাদ। কি করেছেন মাওসেতুং তাও তারা জানে না তবুও বলে জিন্দাবাদ।

সর্বহারা দলের লোকেরা মানুষ খুন করে জেনে বুঝেও চারটে ধান পাওয়ার আশায় এসেছে তারা। তাই ভয়ে গা হাত পা কাঁপছে কারো কারো। গলা দিয়ে আওয়াজও বের হতে চাচ্ছে না তাদের।

তবুও চলেছে সমানে। চলতে চলতে মিছিল ডানদিকে মোড় নিলো। রাস্তার পাশের বাড়ীগুলোর বাসিন্দারা সোর গোলে ভয়ে কাঠ হবার উপক্রম। অবশেষে মিছিল চড়াও হলো মোশাররফ চৌধুরীর বাড়ীর উপর। বাড়ীর পিছন দিক দিয়ে আধারে দু'জন পালাবার উপক্রম করতেই সেখানে মোতায়েনকৃত পার্টী কর্মীর অস্ত্রটা গর্জে উঠলো। সাথে সাথে লাশ হয়ে পড়লো দু'টি যুবক। এ বাড়ীতে এরা দু'জন এবং চৌধুরী সাহেবের সেজ ছেলে তালিব এই তিনজন পুরুষ রাত্রি যাপন করছিলো। বাকীরা সবাই মহিলা ও শিশু। ওরা চৌধুরী সাহেবের দু'টি ভাইপো। প্রায় সকলেই শহরে থাকার কারণে এ বাড়ীতে ওরা রাতে এসে থাকতো। তালিব পালাবার পথ না পেয়ে অগত্যা ঘরের টিন শেডের নীচে বাশের ছাদের উপরে স্থান নিলো। ধানের গোলা লুট চলছে। বস্তায় ধামায় যে যতটা পারছে নিয়ে নিচ্ছে। নেতাজী উঠানে চেয়ার পেতে বসা। তিনি কর্মীদের নির্দেশ দিলেন মহিলাদের গহনাসহ এখানে হাজির করো। আসতে অস্বীকার করায় চুল ধরে টানতে টানতে হাজির করা হলো তাদেরকে। এই পরদানশীল পরিবারের মেয়েদের এরূপ নাজেহাল অবস্থা দেখতে পেয়েও তালিব ছাদ থেকে নামার সাহস পেলো না। মাঝে মাঝে গুলির শব্দ হচ্ছিল, তাই প্রতিবেশীদের কেউই এ বাড়ীর কাছে ভিড়লো না।

দেখতে দেখতে চারটি ধানের গোলা লুট শেষ হলো। এদিকে মেয়েদের গহনাপত্র হাতে এসে গেছে। নেতাজী আবার মিছিল সহকারে বাড়ী ত্যাগের নির্দেশ দিলেন। বাড়ী খালি হয়ে গেল। ছাদ থেকে মুড় মুড় করে নামলো তালিব। মেয়েদের কাছে গিয়ে খোঁজ নিলো। গোলার ধান সব শেষ গহনা টাকা পয়সাও লুটে নিয়েছে। কিন্তু বদররা দুই ভাই কই ? ভয়ে ভয়ে প্রতিবেশীদের কেউ কেউ এসে পড়লো। ঘরের পিছনে যেতেই বদর ও সদরের লাশ চোখে পড়লো তালিবের। 'সর্বনাশ হয়েছে গো' বলেই তালিব দিলো চিৎকার। সকলেই সেদিকে ছুটলো। মুহূর্তের মধ্যে বাড়ীময় কান্নাকাটির রোল পড়লো। ও পাড়ায় খবর গেলে বদরের বাপমায়ের মাথায় বজ্রপাতের মত অবস্থা। বুড়ী বুক চাপড়াতে চাপড়াতে এবং গোঁফ দাড়িতে ভরা দন্তহীন বুড়ো আকাশ হাতড়িয়ে বাতাস ধরার মত পড়ি কি মরি করে ছুটতে ছুটতে এসে পড়লো। দুই

www.amarboi.org

পুত্রের লাশের উপর হুড় মুড় করে পড়ে গেল তারা। দেখতে দেখতে বুড়ো জ্ঞান হারালো। সে জ্ঞান আর কোনো দিন ফিরলো না তার।

বিষাদের ছায়ায় ভরে গেল আকাশ বাতাস।

নয়

গভীর রাত। শেখদের প্রাচীর টপকে বাড়ীর ভিতরে ঢুকলো এক যুবক। দরজা খুলে দিলে একজন যুবতীসহ আরো দু'জন অস্ত্রধারী যুবক বাড়ীর ভিতরে ঢুকলো। জোর পদাঘাতের শব্দে সাজেদা বেগম দরজা খুলে দিতেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে অস্ত্রধারী যুবক-যুবতী।

সাজেদা বেগম দ্রুত আলোর জোর বাড়িয়ে দেন। তিনি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেন,

–'তোমরা কারা বাপু ?'

মেঝেতে বসে একটু জিরিয়ে নিয়ে জরিনা জবাব দেয়,

–আমরা সমাজ কর্মী। আমরা কোনো ক্ষতি করতে আসিনি। এসেছি কিছু প্রয়োজনীয় কাজে।

–বলো বাপু কি সেই কাজ ? কি উদ্দেশ্য নিয়ে এ দুপুর রাতে এসেছো ?

–আমরা জানি আপনারা শোকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তবুও আপনারা স্বচ্ছল পরিবারের মানুষ। তাই দেশের দুঃস্থ মানুষের সেবায় আপনাদের এগিয়ে আসা উচিত বলে আমরা মনে করি। দেশের অনেক মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। সেইসব বুভুক্ষ মানুষের সমস্যা দূর করতে আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের এ কাজে আপনাকে অংশ নেবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আপনি আমাদের মাসে মাসে নির্দিষ্ট হারে চাঁদা দিবেন। এই দাবী নিয়ে আমরা এসেছি।

ভালো কথা বাপু। তোমরা গরীব মানুষের উপকার করতে চাও। এটা সত্যিই ভালো কাজ। এ কাজ তো মানুষের শান্তির জন্যই করা হয়। তুমি আমাদের কোনো ক্ষতি করতে আসো নাই। এ আশ্বাস দিয়েছো বলেই কিছু বলতে চাচ্ছি। এই যে, রাতের আধারে এক রকম জোর করেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়েছো এতে কি আমাদের শান্তি নষ্ট করা হলো না ? আমরা পরদা মেনে চলি। যুবকদের নিয়ে সজোরে আমার ঘরে ঢুকে পড়লে, আমার যুবতী মেয়ে ঘরে এতে কি আমরা শান্তি পেলাম ?

www.amarboi.org

–আপনার কথা ঠিক। তবে দেখুন দেশে যে ধরনের শাসন ব্যবস্থা চালু আছে তাতে এ ছাড়া আমাদের উপায়ই বা কি ? আমরা প্রকাশ্যে কাজ করতে পারি না বলেই রাতে এসেছি। জরিনা জবাব দেয়।

মায়ের পাশে বসে মন্নুজা এসব কথা শুনছিলো। সে জরিনাকে জিজ্ঞাসা করলো,

–মাফ করবেন আপনারা কোনো দল করেন নাকি ?

–সেটা এখন নাইবা শুনলে বোন।

–শুনতে চাচ্ছি এজন্য যে, সত্যিই আমি আপনার কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছি, আর আপনাকে খুব শিক্ষিতা বলে মনে হচ্ছে। তাই ইচ্ছে হচ্ছে আপনার সাথে একান্তে আলাপ করি।

–আলাপ করতে চাও ভালো কথা। কিন্তু একান্তে তোমাকে পাচ্ছি কোথায় ?

–আজকে না হয় আমাদের বাড়ীতেই থেকে যান।

–থাকলে কি খুশী হও তুমি ?

-তাতো বুঝতেই পারছেন।

–আচ্ছা তাই হোক। ফটিক ভাই, আপনারা এখন যান পরে যোগাযোগ হবে।

ফটিক সঙ্গীদের বিদায় দিয়ে যায় যায় করেও বাড়ীর আশে পাশে ঘুরা ফিরা করতে থাকে। হঠাৎ করে সে মন্নুজাকে এক ঝলক দেখে ফেলেছে। তার মনের মধ্যে শুরু হয়েছে অনেক জল্পনা কল্পনা। মন্নুজার চেহারাটা ভালো করে আর একবার দেখা যায় কিনা এই চেষ্টায় সে এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে জানালায় উঁকি দিতে থাকে। অবশেষে এক খানে বসে পড়ে। এদিকে জরিনাকে ভক্তির সাথে উত্তম বিছানায় থাকার জায়গা করে দেয় মন্নুজা। তাকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করলে অল্প কিছু খায় সে।

মন্নুজার ব্যবহারে জরিনা যেন আপন ছোট বোনের পরশ অনুভব করে। বহুদিন বাড়ী ছেড়ে এ বাড়ী সে বাড়ী ঘুরে বেড়ায় বটে কিন্তু আজকের মত আতিথেয়তার স্বাদ আর কোনো দিন যেন সে পায়নি। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে ওরা।

বৃষ্টির পানি মাঠে ধান বপনের অবস্থা সৃষ্টি করেছে। এ সময় রাত্রির শেষ ভাগেই উঠে চাষী বউরা গরুকে ঘাস ও পানি দেয়, খুব সকাল সকাল চাষীরা লাঙ্গল গরু সহ মাঠে বের হতে পারে।

পলান মণ্ডলের স্ত্রী পাশের বাড়ীর টিউবওয়েল থেকে পানি আনতে গিয়ে ভয়ে দৌড় দিয়ে ফিরেছে।

www.amarboi.org

সে তার স্বামীকে চাপা কণ্ঠে বলছে "ওগো শীগগীর পালাও, পুলিশের লোক গ্রাম ঘিরে ফেলেছে।"

পলান মণ্ডল তো ভয়ে কড়িকাঠ। ভাত আর তার মুখে উঠলো না। চৌধুরী বাড়ীর লুটকরা ধান এখনও তার ঘরে। যদি ধান চিনে ফেলে তবে তো আর নিস্তার নেই। ধান লুট ও জোড়া খুনের আসামী হতে হবে তাকে। উহ! আর দেরী নয় ধান লুকিয়ে ফেলো জলদি। পলান মণ্ডল দিশেহারা।

–কোথায় রাখি গো ? স্ত্রীর গা হাত পা থর থর করে কাঁপছে। হঠাৎ উঠানে পুলিশের ভারী বুটের শব্দ।

'কোথায় হে, শীগগীর বারাও।' পুলিশের গর্জন শুনে পলান মণ্ডল পালাবার বৃথা চেষ্টা না করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসলো। গলা ধাক্কা দিতে দিতে পুলিশ তাকে নিয়ে চললো।

হাজারো রকমের দুশ্চিন্তা মনে আসলেও ধান খোঁজ করেনি বলে পলানের কিছুটা স্বস্তি বোধ হলো। এ দিকে স্ত্রী তার দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে বিছানা পত্র দিয়ে ধানের বস্তা ঢেকে ফেললো। ওপাড়ার কফিলদ্দি মাঠ থেকে পায়খানা সেরে পিতলের বদনা হাতে বাড়ী ফিরছিল। পথি মধ্যে হালকা পাতলা অল্প বয়সী এক সিপাই তাকে ধরে নিতে চায়। তার মাঠে ধান বপনের কাজ, তাছাড়া বদনাটাও বাড়ীতে রাখা দরকার, তাই সে পুলিশের সাথে বচ্‌সা করে। এক পর্যায়ে সিপাই তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে নিতে গেলে সে অপমান বোধ করে এবং সিপাইকে পালটা ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়।

বেধে যায় হট্টগোল। আরো পুলিশ এসে কফিলদ্দির উপর চড়াও হয় এবং তাকে জখম করে নিয়ে যায়। মানুষের হৈ চৈ শুনে শেখদের বাড়ীর পাশে ঘাপটা মেরে বসে থাকা ফটিকের তন্দ্রাভাব কেটে যায়। সে বুঝতে পারে কিছু ঘটেছে। দূরে খাকী পোশাকের লোকদের দৌড়া দৌড়ি দেখে সে প্রমাদ গুনলো নিশ্চয়ই পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে পড়েছে সে। কাটা রাইফেলটা বগলের নীচে রেখে চাদর গায়ে দিয়ে পালাবার পথ খুঁজতে থাকলো সে। এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে মুখচেনা একজন পুলিশ চোখে পড়লো তার।

পকেট থেকে দশ টাকার একটি নোট বের করে পুলিশের হাতে গুজে দিয়ে নিরাপদ পথে কেটে পড়লো সে।

রহমতপুর স্কুলের মাঠে সবাইকে জমায়েত করা হলো। দশ বছর থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাইকে হাজির করা হয়েছে। এদের সবাইকে সারিবদ্ধ ভাবে বসিয়ে দিয়ে কর্কশ ভাষায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, সে সাথে লাঠি

www.amarboi.org

পেটাও চলছে সমানে। যন্ত্রনায় ছটফট করলেও কারো পক্ষে সটকে পড়া সম্ভব নয়।গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরও খাতির নেই। তাদের পিঠেও সমানে পড়ছে লাঠির ঘা। মারের চোটে বাতের রোগী ছকিরদ্দি জদ্দারের বাকা পিঠ আরো বেশী বাকা হয়ে গেল। লাঠির ঘায়ে পিঠ ফুলে যাচ্ছে। কারো কারো পিঠ ফেটে রক্তও বেরুচ্ছে। পুলিশ গর্জন করছে—"বল শালারা চৌধুরীর ভাইপোদের কারা খুন করলো ? তোদেরই কাজ তাই নারে ? মার কমলে না, আর বাড়লে সবাই 'হা' জবাব দেয়।

থানা পুলিশের দালালী করায় অভ্যস্ত মেঘা মণ্ডল রাত্রিতে বাড়ী ছিলো না। সকালে এসে জানলো যে, গ্রামের সকল লোকদের ধরে স্কুলের মাঠে জমা করা হয়েছে। পুলিশের উপর তার দখলের কথা ভেবে নির্ভয়ে সে স্কুলের মাঠের দিকে ছুটলো। চিৎকার করে এটা সেটা বলতে বলতে জমায়েতের নিকটবর্তী হতেই একজন পুলিশ তার পিঠে একটি চাবুক কষে ঘাড় ধরে বসিয়ে দিলো। সে তো হতভম্ব।

পুলিশের কাউকে সে চিনতেই পারলো না। পুলিশী নির্যাতন তাকেও মুখ বুঝে সহ্য করতে হলো। ধৃত জনতার উপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে জিলা শহর থেকে আগত পুলিশের রিজার্ভ ফোর্স তালিকা মোতাবেক জনদশেক সন্দেহ পরায়ন যুবককে হাত বেধে আলাদা জায়গায় রাখলো। তারপর জনতার উদ্দেশ্যে পুলিশের কর্মকর্তাগণ ধমকানি ও শাসানির ভাষায় বক্তব্য পেশ করলো। নকশালদের খাওয়ানো ও সহযোগিতা করার পরিণতি আজ যা দেখানো হলো, এরপর আরো দেখানো হবে। হাত পা ভেঙ্গে দেয়া হবে। গুলির তলেও দিতে পারি।

তবুও জীবন নিয়ে প্রায় সকলেই ঘরে ফিরলো, শুধু হাত বাধা যুবক গুলিকে ছাড়া হলো না।ট্রাকে উঠিয়ে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো অজানার উদ্দেশ্যে। সম্ভাবনাময়ী কিছু কলেজ পড়ুয়া ছেলে ও ছিফাতুল্লাহ এদের মধ্যে ছিলো।

চার সন্তানের পিতা ছিফাতুল্লাহ বৃদ্ধ পিতা মাতা ও স্ত্রী পুত্র নিয়ে কায় ক্লেশে দিন চালায়। পিতা মাতার একমাত্র পুত্র সে। সামান্য আবাদী জমি ও ছোট খাটো চাকুরীই তার আয়ের উৎস। বৃদ্ধ পিতা ছেলে ফিরে আসছে না দেখে বড্ড দুশ্চিন্তায় পড়লো। লাঠি ভর দিয়ে এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে লোকের কাছে ধন্না দিয়েও ছেলের কোনো হদিস পাওয়া গেল না। ছেলের জন্য কাঁদতে কাঁদতে অন্ধই হয়ে গেল বৃদ্ধ। ঐ দলের কোনো যুবকই আর বাপ মায়ের কোলে ফিরে আসলো না। তাদের কোনো খোঁজই পাওয়া গেল না। তারা তদের পরিবারে রেখে গেল অসহ্য শোক ব্যাথা যা তাদেরকে জীবনভর কুরে কুরে খেতে থাকে।

www.amarboi.org

দশ

আর একটি রাত। সর্বহারা মুক্তি দলের নেতৃত্বে চলেছে গরীব কৃষক ও কৃষি মজুরদের লম্বা মিছিল। আজকের মিছিলের লোকদের বেশ উৎফুল্ল মনে হচ্ছে। তারা যেন বন্য উল্লাসে মাতোয়ারা হয়ে ছুটেছে। ধান পাবার আশায় কোনো কোনো বাড়ীর সকল পুরুষ মানুষ বস্তা ধামা নিয়ে বের হয়ে এসেছে। দবীর মণ্ডলের ছেলে পটলা মিছিলের আশে পাশে ছুটাছুটি করে নেতা নেতা ভাব দেখাচ্ছে। কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়িয়ে শ্লোগান দিচ্ছে সে। মরা নদীর পাড় ঘেসে মিছিল চলেছে। আজকের লক্ষ্য সরকারী কৃষি ফার্মের গোডাউন লুট করা। তারকাঁটা ঘেরা বেষ্টনী পার হয়ে মিছিলের বেশীর ভাগ ঢুকে পড়েছে ফার্ম এরিয়ার মধ্যে। পার্টির গেরিলারা টেলিফোনের তার বিচ্ছিন্ন করতে ব্যস্ত। লুটেরা মিছিল উল্লাসে ফেটে পড়েছে। মুহু মুহু শ্লোগান উঠছে

–সর্বহারা মুক্তিদল–জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। মাওসেতুং মাওসেতুং–জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। মার্কসবাদ লেলিনবাদ–জিন্দাবাদ–জিন্দাবাদ। এরই মধ্যে হঠাৎ গুড় ম গুড়ুম করে গুলির শব্দ। ঝুপ ঝুপ করে দুজন গেরিলার লাশ মাটিতে পড়ে গেল। বিনামেঘে বজ্রপাতের মত অবস্থা। ধান পাওয়াতো দূরের কথা এখন জান বাঁচানোই দায়। মিছিল ভেঙ্গে যে যেদিকে সুযোগ পাচ্ছে দিচ্ছে ছুট। গুলি থেকে শরীর বাচাতে কেউ কেউ বুক মাটিতে ঠেকিয়ে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে চলছে। খবির মণ্ডল খালের মধ্যে পড়ে নাক ভাসিয়ে পড়ে রইলো। কাটাতারের বেড়ায় বেধে ফুটির বাপের পিঠ ফেড়ে দরদর করে রক্ত বের হচ্ছে। আবারও গুলির আওয়াজ। যায় কোথায় ? গর্তে পড়ে পা ভাংলো ছকিরদ্দির বাপের। পরনের কাপড় ছিড়ে উলঙ্গ অবস্থা ক্ষ্যাপা মন্ডলের। ধামা বস্তা ফেলে কেউবা কাঁদা মাখা, কেউবা রক্তাক্ত শরীর নিয়ে কোনো মতে রাত্রিতেই বাড়ী ফিরলো। কেউ খালে বিলে রাত্রি বেলায় ঘাপটা মেরে থেকে নিরাপদ অবস্থা বুঝে সকালের দিকে বাড়ী ফিরে এলো। পরদিন ব্যাথা বেদনার শরীর নিয়ে ঘর থেকে বের হওয়া অনেকের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়লো। ফুটির বাপের অবস্থা মারাত্মক। তাকে ডাক্তার দেখানো দরকার। কিন্তু ডাক্তারকে কি বলবে ? কিসের আঘাত কিভাবে লাগলো এসব বলতে গেলেতো আসল ব্যাপার ফাঁস হয়ে যায়। খেদালী পাগলা ঘটনা জেনে যেভাবে বলে বেড়াচ্ছে তাতে আবার কোন্ সময় পুলিশ এসেই পড়ে নাকি। খোঁজ পেয়ে যদি ধরেই ফেলে। অগত্যা গরুর গাড়ী ভাড়া করে পাঁচ মাইল দূরে মেয়ের বাড়ীতে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হলো তাকে।

www.amarboi.org

রাতে কৃষি খামারে ওৎ পেতে থাকা পুলিশের গুলিতে অতি উৎসাহী উঠতি বয়সের দুটো তরুণ প্রাণ হারালো। কয়েক গ্রাম ধরে রটে গেল বহু লোক গুলিতে মারা পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে সর্বহারা মুক্তি দলের এক জরুরী বৈঠক বসলো। পুলিশকে কৃষি খামারের প্রোগ্রাম সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই কে খবর দিলো, এটাই আজকের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ঃ

দীর্ঘ আলোচনার পর পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী বজল সম্পর্কে সন্দেহ ঘনীভূত হলো। বজল তিন মাসের ছুটি নিয়েছে। তাও নাকি পীরের মুরীদ হয়েছে। আসলে তো এ ভাববাদী মানুষ। এ ছাড়া ভিতর থেকে এর কম ক্ষতি করার লোক আর থাকতে পারে না। ভাববাদীরা তো পার্টির আদর্শগত দুশমন। তাছাড়া এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সময় সে উপস্থিতও ছিলো না। আর একজন ছিলো না, সে হচ্ছে নাজিম। বেলায়েত মুন্সীর অ্যাকশনে সে নাকি দুঃখ প্রকাশ করেছিলো। সেও একজন ভাববাদী।

"এই বেঈমানদের ক্ষমা হতেই পারে না।" নেতাজী খলিল ভাই গর্জে উঠলেন। 'এ রাতেই ওদের হত্যা করতে হবে।' কমরেড হারুনের নেতৃত্বে এক বাহিনী পাঠানো হলো ওদের ধরে আনতে। মনুখালের পাড়ে ওদেরকে হাজির করতে বলা হলো। নেতাজী এদিকে অস্ত্র সহ ফটিককে পাঠালেন শালিখার সুরুজকে কঠোর শাস্তি দিতে। অতপর তিনি নিজে দলবলসহ ধীর পদক্ষেপে মনু খালের দিকে রওয়ানা দিলেন।

বজল ও নাজিমকে হাজির করা হলো খালের পাড়ে নেতাজীর সামনে। কোনো প্রশ্ন করা ছাড়াই নেতাজী হাতের চাবুক দিয়ে সপাং সপাং করে ওদের পিটাতে লাগলেন। তারা কিছু বলার চেষ্টা করতে গেলে তিনি গর্জন করে বললেন 'চুপকর হারামজাদারা, তোদের মতো বেঈমানদের যা শাস্তি তাই দেয়া হবে।

কমরেড হারুনকে ইশারা দিতেই তার হাতের ষ্টেনগানটা গর্জে উঠলো। সাথে সাথে পড়ে গেল দু'টি লাশ অপরাধ সম্পর্কে না জেনে, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না পেয়ে দু'টি জীবন অকালে বিদায় নিলো। কাঁদামাটি ও কচুরীপানা চাপাদিয়ে তাদের লাশ মানব দৃষ্টির অন্তরালে রাখা হলো।

এ কাজ সেরে যাওয়ার সময় মধ্য মাঠে একজন ঘোর সওয়ারকে দেখা গেল। কাছে আসতেই চেনা গেল ডাঃ মনিরুলকে। তিনি পাশের গ্রামে একজন দরিদ্র রোগীর ঔষধ নিজেই তার বাড়ীতে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন। রোগীর অবস্থা খারাপ দেখে নিজহাতে ঔষধ খাওয়ানো ও পরিচর্যা করে বাড়ীর পথে ফিরতে তার অনেক রাত হয়ে গেছে। এভাবে ঘোড়ায় চড়ে তিনি দরিদ্র

www.amarboi.org

জনসাধারণের দ্বারে দ্বারে ঔষধ পৌঁছিয়ে থাকেন। কারো কাছে ঔষধের দাম অল্প কিছু নেন আবার কারো কাছ থেকে কিছুই নেন না। জমির আয়েই তার সংসার চলে। সরল প্রাণ এই ডাক্তার ভেবেছিলেন সরকারী দলের সাথে থাকলে জনগণের কিছু কল্যাণ করা যাবে। তাই তিনি সরকারী দলের একজন সাধারণ সদস্য হয়েছিলেন। যাহোক পার্টির লোকেরা তাঁকে থামিয়ে ফেললো। এই নিভৃত স্থানে এতো রাত্রিতে অস্ত্রধারী এতো ভালো লোককে দেখে ডাক্তার তো রীতিমতো ঘাবড়ে গেলেন। তিনি ভয়ার্তকণ্ঠে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন "তোমরা কি চাও বাবা ? আমি তো রুগী দেখে আসছি।"

–আমরা তোমার মুন্ডু চাই।" বলে খিল খিল করে হেসে দিলো একজন।

–সত্যিই বলছো বাবা ?

–আমরা মিথ্যা বলবো কোন্ দুঃখে ? সরকারের দালালী করতে খুব মজা পাও, তাই না ডাক্তার ? এবার রেডি হও, দালালী করার সাধ চির দিনের জন্য মিটিয়ে দিই।

–"সত্যিই নাকি বাবা " ভয়ে ভয়ে আবার বলে ডাক্তার

–আবারও ঐ কথা। রেডি হও।

–সত্যি যদি হয় তবে একটু সময় দাও বাবা, দু রাকাত নামাজ পড়ে নিই।" অস্ফুট স্বরে কাঁপতে কাঁপতে বলেন ডাক্তার।

–'ঝটপট পড়ে নাও।'

নামায পড়ে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু'হাত তুলে প্রার্থনা করেন। ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে গুনাহ্ মাফের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে থাকেন। এ সময় পার্টির কর্মীরা তাঁর দেহের উপর লাফিয়ে পড়ে ছুরি দিয়ে তাঁর শরীর ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে।

এভাবে রাতের আধারে নির্জন মাঠের মধ্যে জনদরদী ডাক্তার বিদায় নিলেন পৃথিবীর বুক থেকে। নির্জন মাঠ আর কিছু গাছপালা এই লোমহর্ষক কাজের নীরব সাক্ষী হয়ে থাকলো। ঘোড়াটি তার প্রিয় প্রভুর দেহ কিছুক্ষণ শুকে খালি পিঠে বাড়ী ফিরলো। এই বোবা প্রাণীর অন্তরের আঘাত কতটা গভীর তা বোঝা গেলনা।

এগার

খালি ঘোড়া বাড়ী ফিরতে দেখে ডাক্তার মনিরুল ইসলামের বাড়ীর লোকেরা তো ভয়ে অস্থির। ভোর না হতেই খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল।

www.amarboi.org

সূর্য উঠার আগেই মাঠের মধ্যে নাড়ীভুড়ি বের হওয়া ডাক্তারের লাশ আবিষ্কার হলো। বাড়ীতে এ খবর পৌঁছামাত্রই অকস্মাৎ বজ্রপাতের মত অবস্থা। ডাক্তারের বৃদ্ধ মাতা-হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন। স্ত্রী ধপাস করে উঠানে পড়ে ফিট। ছেলেমেয়েরা মায়ের দেহের উপর পড়ে চিৎকার দিচ্ছে। প্রতিবেশীরা এসে কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। আগে দাঁত ছাড়ানো নিয়ে কয়েকজন প্রতিবেশী মেয়ে উঠে পড়ে লাগলো। দাঁত সাময়িকভাবে ছাড়লেও আবার লাগছে। মাথায় পানি ঢালতে ঢালতে উঠানে স্রোত বয়ে যাচ্ছে। নিকটস্থ ভাই-বোনরাও এসে হাজির। তাদের বুক ফাটা আর্তনাদ ও আহাজারিতে এলাকা বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো।

ডাক্তারের ছিন্নভিন্ন লাশ বাড়ীতে এসে গেল। সাথে সাথে মানুষের ঢল নামলো। গত কুড়ি বছরের ডাক্তারী জীবনে আশে পাশের বহু গ্রামের অসংখ্য মানুষের নিঃস্বার্থ সেবা করেছেন ডাক্তার মনিরুল ইসলাম। পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেবার সময় সেসব মানুষের অন্তর কাঁদছে।

যারা দিন আনে দিন খায় এসব মানুষও আজ কাজে না গিয়ে শেষবারের মত দেখতে এসেছে পরোপকারী গরীবের বন্ধু ডাক্তার মনিরুল ইসলামের মুখখানি।

বসন্তপুরের কিতাবালীর স্ত্রী দীর্ঘদিন বিছানায়। তিনটে ছেলেমেয়েসহ এই সংসারের ব্যয় বহন করতে হিমশিম খেয়ে যায় সে। তদুপরি স্ত্রীর চিকিৎসা করানো তার পক্ষে সম্ভবই নয়। একদিন ডাক্তার মনিরুল ইসলামের কাছ থেকে বাকীতে ঔষধ এনে খাওয়ানোর পর রোগ কিছুটা কমেছিলো। কিন্তু পয়সা কড়ি না থাকায় আর ঔষধ আনতে যায়নি অনেক দিন। রোগ আবার বেড়ে গেছে। লোকমুখে খবর শুনে ডাক্তার নিজেই ঘোড়ায় চড়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কিতাব আলীর পর্ণকুটীরে এসে হাজির। রোগীকে তাড়াতাড়ি ঔষধ খাওয়ায়ে ডাক্তার কিতাব আলীর নিকট কৈফিয়ত তলব করে,

–"কেন তুমি ঔষধ আনতে যাওনি ? তুমি কি তোমার বউরে মেরে ফেলতে চাও ? তুমি ভেবেছো কি ?"

কিতাব আলী জবাব দিতে পারে না।

তার গণ্ড বেয়ে চোখের পানি গড়িয়ে পড়তে থাকে। সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে,

–ডাক্তার ভাই, টাকা নাই বলে যাইনি।

আগের ঔষধের দামই বাকী আছে, আবার ঔষধ চাই কেমনে ?

–"তোমার কাছে ঔষধের দাম আমি চাই নাকি ?

www.amarboi.org

তোমার অবস্থা কি আমি জানি না, যে তোমার কাছে টাকা চাবো ? খবরদার আর যেন এ রকম না হয়। এই দশ টাকা রাখো, তোমার বউয়ের সাগু বার্লি কিনে দিবা।

কিতাব আলী পাথরের মত বসে থাকে। বৃষ্টির মধ্যেই ডাক্তার অন্য রুগী দেখতে বের হয়ে পড়েন। এহেন ডাক্তার দুনিয়া থেকে চলে গেল। কিতাব আলী কঙ্কালসার স্ত্রীকে ধরে চিৎকার দেয়,

"তোমার ঔষধ আর কে দেবে গো ? তোমার বার্লি কেনার টাকাই কে দেবে ? সে ডাক্তার আর নেই। সে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে।

কিতাব আলীর স্ত্রী শুয়ে শীর্ণ হাত দু'টি তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করে,

–আল্লাহ তুমি ডাক্তারকে বেহেস্তে দিও।"

দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে তার।

ডাক্তারের চিকিৎসায় যারা আরোগ্যের পথে আর যারা আরোগ্য লাভ করেছে, তারা সবাই আল্লাহর দরবারে ডাক্তারের জন্য দোয়া করে।

এদিকে শনিবার সুরুজকে ঐ রাতে না পেয়ে পরের রাতে ফটিক আবার খোঁজ নিতে যায়।

বিধবা মায়ের সন্তান সুরুজ দশ ক্লাশ পড়ার পর আর লেখাপড়া করতে পারেনি।

যে হাটে হাটে ছোট খাটো ব্যবসা চালিয়ে কিছু কিছু উপার্জন করে কোনো রকমে দু'জনের সংসার চালিয়ে নেয়। আল্লাহ রাসূলের প্রতি ঈমান তার গভীর। ধীরে ধীরে তাকে সর্বহারা মুক্তি দলের সংস্পর্শে নেয়া হয়। দেয়াল লিখন, পোষ্টার মারা ইত্যাদি কাজ তাকে দিয়ে করানো হতে থাকে। বেশ উৎসাহের সাথে কিছু দিন কাজ করার পর সে ক্রমে বুঝতে পারে আসলে এ দলের নীতি আদর্শ কেমন যেন উল্টো পাল্টা।

আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে নেতৃস্থানীয় কর্মীরা কেমন যেন উপহাস করে। নেতারা মাঝে মাঝে বৈঠকে বস্তুবাদের ব্যাখ্যাদান করেন তাতে বিষয়টি যেন আরো পরিষ্কার হয়। আরো কিছুদিন কাজ করার পর বস্তুবাদ সম্পর্কে সে সঠিক ধারণা লাভ করে। ঈমান বাঁচানোর তাকিদে সে ক্রমে পার্টি থেকে আস্তে আস্তে সরে পড়ে এবং একমনে ব্যবসা চালিয়ে যায়। পার্টি কর্মীরা তাকে কাজে লাগাতে না পেরে ক্রমে তার উপর রুষ্ট হতে থাকে।

সুরুজ পার্টি বিরোধী কাজে অংশ নেয় বলে তাকে সন্দেহও করা হয়। এক কর্মীর সাথে একদিন তার কথা কাটাকাটি হয়, পার্টি নেতাদের কাছে

www.amarboi.org

ঐ কর্মী সে কথা জানায়। এতে তার প্রতি পার্টির নেতা কর্মীরা আরো ক্ষেপে যায় এবং তাকে কঠোর শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ফটিক আর একজন কর্মীসহ সুরুজের বাড়ীর আশে পাশে ঘুরাফিরা করছে। ঘরের পিছন থেকে সুরুজের কথা শুনতে পায় তারা।

বিধবার চোখের মণি একমাত্র পুত্রকে তার মা সামনে বসে তুলে তুলে খাওয়াচ্ছে। এমন সময় সঙ্গীসহ ফটিক ঝাপিয়ে পড়লো সুরুজের উপর।

ধ্বস্তা ধ্বস্তিতে বাতিটা উল্টে পড়ে নিভে গেল। অন্ধকারে জোর করে সুরুজকে নিয়ে যাবার চেষ্টা চলছে, দেখে তার মা চিৎকার দিয়ে উঠলো '

–ওগো আমার ছেলেকে বাচাও ! কে আছো, বাচাও আমার সুরুজকে।" ফটিকের সঙ্গী দ্রুত সুরুজের মায়ের মুখ চেপে ধরে। সুরুজের মা ওর হাত কামড়ে ধরলে আর এক বিপত্তি শুরু হয়। ভাতের থালার উপর পা উঠে পড়লে মাছের কাটা ফুটে তার পায়। এদিকে হাতে কামড় আবার পায়ে কাটা, বেচারা নিম্নস্বরে আর্তনাদ করে ওঠে। ফটিক এদিকে সুরুজকে দৈহিক শক্তিতে কাবু করতে না পেরে ষ্টেনগানের গুলি ছোড়ে। গুলি সুরুজের বুক ভেদ করে যায়। তার নিষ্প্রাণ দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু তবুও সুরুজের মা কামড় ছাড়েনি। ফটিক তাড়াতাড়ি গিয়ে তার পিঠে কড়ি কাঠের আঘাত দিয়ে সঙ্গীকে ছাড়িয়ে নেয়। এ ধ্বস্তা ধ্বস্তির মধ্যে কখন যে বিধবার আদরের ধন দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে তা সে টেরও পায়নি। সে অভিশাপ দিচ্ছে আল্লাহই তোদের বিচার করবি, তোদের জোর ভাংবি। ক্রুর হাসি হেসে ফটিক জবাব দেয়, "তোর আল্লাহকেও গুলির তলে দেবো। ঔদ্ধত্য সহকারে সুরুজের মুখের উপর লাথি মারতেই ফটিকের পায়ে দাঁত ঢুকে যায়। পায়ের ব্যাথা নিয়ে তারা দ্রুত স্থান ত্যাগ করে।

বিধবা ছেলের খোঁজ নিতে উঠানে নামতেই সুরুজের লাশ তার পায়ে বাধে। আধারে হাতড়িয়ে বুঝতে পারে এ তার ছেলের দেহ। সে ছেলেকে বার বার ডাকে, ওঠ বাবা, ডাকাতরা চলে গেছে।

বার বার সুরুজের শরীর নাড়াচাড়া করে যখন বিধবা বুঝলো ছেলের দেহে প্রাণ নেই। তখন সে উন্মাদ হয়ে গেলো। ছেলের লাশ ঘরের ধারীর সাথে ঠ্যাস দিয়ে বসিয়ে তার মুখে ভাত ঢুকানোর চেষ্টা করতে থাকলো সে। ইতিমধ্যে প্রতিবেশীদের অনেকেই এসে এই লোমহর্ষক ঘটনা দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল।

www.amarboi.org

বারো

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। শেখদের বাড়ী বিয়ের আয়োজন সরগরম। বাড়ীর বাইরে প্যাণ্ডেলের নীচে বর যাত্রীদের মাঝে লজ্জাবনত মস্তকে বসে আছে বর জামাল। এ দিকে বাড়ীর মধ্যে মন্নুজাকে সাজগোছ করাচ্ছে জরিনা। মন্নুজার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ইসলামের বই পুস্তক পড়ে জরিনা বুঝতে পারে তার ভুল। সে অতি গোপনে সর্বহারা মুক্তি দলের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে এবং মন্নুজার সান্নিধ্যে থাকে। অতীত জীবনের পাপ মুক্তির জন্য দৈনন্দিন পাঁচবার নামায শেষে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে।

মন্নুজার বিয়ের দিনে জরিনাও খুব খুশী। রান্না বান্নায় সহযোগিতা থেকে শুরু করে কনে সাজানো পর্যন্ত সমস্ত কাজই সে আনন্দের সাথে সম্পন্ন করছে। শহরের চাকুরীজীবি মন্নুজার মামা আবদুল হালিম সাহেব কনে পক্ষের উকিল হয়ে তাঁর ভাগ্নেয়াকে বরের হাতে সোপর্দ করেন। বিয়ের আকদ শেষ হলে খানা পিনার পর্ব শুরু হয়। বরকে বেশী করে খাওয়ানো নিয়ে যেমন বিয়ের মজলিশে চেষ্টা চললো, ওদিকে বাড়ীর ভিতর মন্নুজাকে খাওয়ানো নিয়ে মেয়ে মহলেও চেষ্টার ত্রুটি থাকলো না। বর ও কনে রঙিন স্বপ্নে বিভোর এখন চলছে দৈ খাওয়ার পর্ব।

হঠাৎ হৈ হৈ শব্দ। কারা যেন সমস্ত আলো নিভিয়ে দিলো। বরযাত্রীরা দৌড়াদৌড়ি শুরু করছে। ময়নার মা কাঁপতে কাঁপতে এসে বললো ,"ডাকাত পড়েছে।" ঠাস ঠাস করে গুলির শব্দ। যে যেদিকে পারছে প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে।

মুহূর্তের মধ্যে যেন সব কিছু তাল গোল পাকিয়ে গেল। বিয়ের প্যাণ্ডেলে আগুন!

মন্নুজার চোখ মুখ শক্ত হয়ে এলো। মাকে সাথে নিয়ে সে প্যাণ্ডেলের কাছাকাছি গিয়ে দেখে হাতপা বাধা এক ব্যক্তি এক পাশে পড়ে আছে। তিনি জামালের পিতা। ময়নার মা ছুটে গিয়ে তার বাধন কেটে দিতেই তিনি বলে উঠলেন, আমার জামাল কোথায় ? জামালকে ওরা কোথায় নিয়ে গেল গো ?

আস্তে আস্তে অনেক লোক ফিরে এলো এবং জামালকে তারা অনেক খুঁজলো কিন্তু পাওয়া গেল না। মন্নুজার বুক দুরু দুরু করছে। এরা ডাকাতি করতে আসেনি, এসেছে তার স্বামী জামালকে ধরে নিতে। এরা সর্বহারা মুক্তি দলের লোক হবে। তাহলে কি ওরা আমাদের তৎপরতার কথা জেনে ফেলেছে ? রাতে যদি জামালকে হত্যাই করে ফেলে। উহ! কি সর্বনাশ হবে ! না না

www.amarboi.org

এ হতে পারে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে রক্ষা করবে। আমি তাকে সেই মহান আল্লাহর হাতে সপে দিলাম। যার মুঠির মধ্যে সকলের জান। মনুজা ও সাজেদা বেগম মহান আল্লাহর দরবারে আকুল প্রার্থনা জানাতে সেজদায় পড়ে গেলেন। জরিনাও তাদের সঙ্গী হলো।

সকাল হলে নিদারুন উৎকণ্ঠা নিয়ে এদিক সেদিক খোঁজাখুঁজি চললো বহুক্ষণ। ঘটনা সম্পর্কে থানা কর্তৃপক্ষকেও জানানো হলো। কিন্তু জামালের কোনো খোঁজ পাওয়া গেলো না।

তার পরিবার পরিজন যেমন উৎকণ্ঠা ও শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লো, তেমনি শেখদের বাড়ীতেও আর একবার কঠোর আঘাত আসলো। থানা পুলিশের তদন্ত হলো বটে কিন্তু নিরীহ লোকদের ধর পাকড় ও আর্থিক ক্ষতি ছাড়া কোনো অগ্রগতিই হলো না।

তের

বসন্ত পুরের পাশে তেরো খাদার মাঠ। অতিকায় বট গাছটার নীচে বসেছে পাটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক 'ক' অঞ্চলের সকল দায়িত্বশীল আজ বৈঠকে উপস্থিত। নেতাজী খলিল ভাই আজ বিষন্ন বদনে বসে আছেন। পার্টির অন্যান্য নেতা ও কর্মীদের মধ্যে কেমন যেন একটা হতাশার ভাব।

খলিল ভাই বক্তৃতা শুরু করলেন।

'প্রিয় ভাইয়েরা আমার! আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন যে, আজকে আমাদের সাংগঠনিক কাজ দারুনভাবে বাধাগ্রস্ত। আমাদের তৎপরতা শুরু করার সাথে সাথে মনে হচ্ছে যেন এই এলাকার জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় চেতনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কেন এই বৃদ্ধি এটা আমরা এখনও বুঝতে পারছি না। মহিলা সমাজেও ঐ একই অবস্থা দেখা দিয়েছে। আমাদের ধর্মবিরোধী দর্শন সম্পর্কে মেয়ে মহলও যেন সজাগ হয়ে আছে। জনগণ যেন বেশী বেশী নামায পড়ছে। ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা পরস্পর পরস্পরকে যাকাত ও দান খয়রাতের নামে সহযোগিতা করছে। এতে মানুষের আর্থিক অনটন দূর হয়ে যাচ্ছে। মানুষ একটা ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। এ জন্যই ডাক্তার মনিরুল ইসলামের হত্যাকাণ্ডে জনগণ দারুনভাবে মর্মাহত হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করছি জনগণ থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গেছি। আমাদের প্রতি জনগণের ঘৃণা কেন সৃষ্টি হলো এ নিয়ে আমাদের কাজ কর্মের পর্যালোচনা হওয়া দরকার। জনগণকে সাথে নিয়েই আমরা গণবিপ্লব

www.amarboi.org

করবো আর সেই জনগণই যদি আমাদের বিরুদ্ধে চলে যায় তাহলে কাদের নিয়ে আমরা বিপ্লব করবো ?

আমাদের কর্মীদের মধ্যেও কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়া ভাব লক্ষ্য করছি। আপনারা এক এক করে বলুন আমাদের ক্রটি সম্পর্কে।

প্রথমেই কমরেড হারুন কিছু বলার জন্য অনুমতি চায়।

অনুমতি পেয়ে সে বলে,

"এমন একটি সমাজে আমরা কাজ শুরু করেছি যার ঘরে ঘরে ধর্মভীরু লোকদের বাস। তারা নারী পুরুষের অবাধ মেলা মেশাকে কঠিন পাপ বলে দারুনভাবে ঘৃণা করে। তারা আমাদেরকে অবাধে মেলামেশা করতে দেখে। সামনা সামনি অস্ত্রের ভয়ে কিছু বলে না বটে, কিন্তু তাদের অন্তরে ঘৃণার সৃষ্টি হয়। আমাদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির এটাই মনে হয় প্রথম কারণ। দ্বিতীয়ত, আমরা হত্যার রাজনীতি করি। খুন, জখম নিঃসন্দেহে মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার করে। ইতিমধ্যে আমরা কয়েকটি খুন করেছি। তাই নকশাল ভীতি মানুষের মনে দানা-বাঁধতে শুরু করেছে। তৃতীয়ত, আমরা যেহেতু নাস্তিক্যবাদী আদর্শে বিশ্বাসী, তাই একেবারে ধর্মভীরু সেজে কাজ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কোথাও কোথাও আমাদের মূল মন্ত্রের প্রকাশ ঘটে পড়েছে।

কানে কানে এটা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। তাই ধর্ম বিশ্বাস রক্ষার জন্য হয়তো ভিতরে ভিতরে একটা গোপন প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে।

এসব কারণেই আজ আমাদের পার্টি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন।"

এ সম্পর্কে কারো দ্বিমত আছে কিনা খলিল ভাই জানতে চাইলে সকলেই এগুলোকে মূল কারণ বলে স্বীকার করে নিলো।

এখন যেহেতু 'ক' অঞ্চল পার্টির কাজের জন্য আর মোটেই অনুকূল নয়, তাই আমাদের কি করা উচিত এ ব্যাপারে খলিল ভাই আবার জানতে চাইলেন। কমরেড হারুনের পরামর্শ আপাতত কিছু দিনের জন্য এ অঞ্চল থেকে কর্মী বাহিনী অন্য এলাকায় কাজে লাগিয়ে এ এলাকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখা যাক।

খলিল ভাই সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, সাথী ভাইয়েরা কাজ করলে ভুল ভ্রান্তি তার মধ্যে থাকবেই।

তাই আমাদের ভুলের জন্য আপনারা মোটেই হতাশ হবেন না। এদেশে আমরা সমাজ তন্ত্র গড়বোই এতে কোনো সন্দেহ নেই। ভুল থেকে শিক্ষা

www.amarboi.org

গ্রহণ করে আমরা সামনে এগিয়ে চলবো। একদিন আমাদের সকল বাধার প্রাচীর ভেঙ্গে যাবেই এবং আমাদের বিজয় পতাকা এদেশের মাটিতে উড়বেই।

'ক' অঞ্চলে আজ এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, আমাদের সমর্থক কৃষকেরা পর্যন্ত অনুনয় বিনয় করে আমাদের কর্মীদের আশ্রয়দান থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করছে।

তাই আমরা বাধ্য হচ্ছি এ অঞ্চল ত্যাগ করতে। আমি আপনাদের নির্দেশ দিচ্ছি আপনারা এক সপ্তাহের মধ্যে 'খ' অঞ্চলে গিয়ে কাজ শুরু করবেন। আমাদের কাজ ইতিমধ্যে সেখানে শুরু হয়েছে এবং জনগণের মধ্যে মোটামুটি আশার সঞ্চার করেছে।

খলিল ভাইয়ের নির্দেশ শোনার পর ফটিক প্রশ্ন করে এই যে, যাকাত, ফিৎরা, দান-খয়রাত লেনদেনের ফলে মানুষের আর্থিক সমস্যা চুকে যাচ্ছে এবং মানুষে মানুষে সম্প্রীত গড়ে উঠছে, তাহলে আর কোন্ সমস্যার কথা বলে আমরা মানুষকে দলে ভিড়াবো ?

–এ সমস্যা ও 'খ' অঞ্চলে দেখা দেয়নি। তাই সেখানে কাজ করতে অসুবিধা হবে না। খলিল ভাই জবাব দেন। নিজ নিজ কাজের দায়িত্ব বুঝে নেবার পর নতুন করে কাজের অনুপ্রেরণা নিয়ে আজকের বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো।

চৌদ্দ

চোখ বেধে দীর্ঘ পথ হাটিয়ে জামালকে পার্টি কর্মী কায়েস ও আনিস ভোরের দিকে নিয়ে উঠলো এক বাড়ীতে। দীর্ঘদিন এভাবে এখানে সেখানে ঘুরিয়ে বেড়ালেও এতো বেশী পথ আর কোনো দিন হাটা হয়নি।

জামাল তার রক্ষীদের জিজ্ঞেস করে এটা কোন্ গ্রাম ভাই ? আজতো তোমরা খুব হাটলে।

–গ্রামের নাম বলা যাবে না তবে এটা আমাদের 'খ' অঞ্চল আপনি তো আবার ভাববাদী মানুষ। নামায টামায পড়েন। এই নিন আপনার ওজুর পানি। নামাযের সময় হয়েছে। বলে আনিসকে পাহারায় রেখে কায়েস বের হয়ে গেল। দুপুরের দিকে ফিরে আসে সে। সাথে আর একজন চোখ বাধা যুবক।

তাকে দেখেই জামাল বলে উঠে আরে মামুন দেখছি, তুমি কবে থেকে এ অবস্থায় ?

www.amarboi.org

–সপ্তাহ দুয়েক হলো। তুমি কতদিন থেকে ?

–আমিও ঐ রকম আছি। তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি ?

–তাতো জানি না, তবে আমি পার্টির সাথে নিজেকে জড়াইনি। বরং কিছুটা দূরত্ব রেখে চলতাম বলেই হয়তো বা আমাকে এ অবস্থায় পড়তে হয়েছে। কলেজের সহপাটি দুই বন্ধু একত্র হয়ে অনেক দিন পর একটু যেন স্বস্তি পেলো। দুইজনকেই শোনানো হয়েছে আজকে তাদের মুক্তি হতে পারে। দুইজনকে ধরার পর তাদের অভিভাবকদের সাথে মুক্তিপণ হিসেবে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে এক লাখ টাকার বিনিময়ে তাদের মুক্তি দেয়ার কথা পাকা পাকি হয়েছে। আবার সন্দেহ হয় নেতাদের নিকট থেকে তো একথা শোনা হয়নি। এটা বলেছে তাদের প্রহরীরা। তাদের কথা ঠিক হয় কিনা বলা যায়নি।

অধীর আগ্রহে সময় কাটানোর পর এলো সেই ইঙ্গিত সন্ধ্যাকাল। নতুন বাড়ীতে কয়েদী মেহমানদের রাত্রির খানাপিনা ভালোই হলো, খবর আসলো এখনই কয়েদীদের অন্যত্র নেয়া লাগবে। জামাল ও মামুন ঝটপট নিজেরাই নিজেদের চোখ বেধে নিলো এবং প্রহরীদের সাথে বেরিয়ে পড়লো। আনন্দে মামুনের মুখ দিয়ে দুই একটা গানের কলিও বের হয়ে পড়লো। পথ চলতে চলতে তারা বুঝতে পারলো একটি মরা নদীর পাড় ঘেষে তারা চলেছে। এক স্থানে তাদেরকে থেমে যাবার নির্দেশ দেয়া হলো। সামান্য দূরে কিছু লোকের চাপা গুঞ্জন শোনা গেল। জামালের কানে আসলো কে যেন নির্দেশ দিচ্ছে মেডিকেল রেডি। এ কথার তাৎপর্য বোঝা গেলনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে অনুভব করলো মামুনকে কারা যেন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে। জামালের শরীর শিউরে উঠলো। ঐ কথার দ্বারা হয়তো হত্যার নির্দেশেই দেয়া হয়েছে। মনে মনে সে আল্লাহকে ডাকতে লাগলো। গজ পঞ্চাশেক দূর থেকে অস্ফুট আর্তনাদের শব্দ জামালের কানে ভেসে আসলো। এতো মামুনের আর্তনাদ। এই বুঝি মামুনকে শেষ করা হলো। আজকেই বুঝি দুনিয়ার জীবনের সমাপ্তি। হাত পা তার একেবারে বল শূন্য হয়ে আসছে। মন্নুজার সাথে আর বুঝি দেখা হলো না তার। মাটিতে সে গা এলিয়ে দিলো।

অল্পক্ষণেই জামাল বুঝতে পারলো তাকেও ধরে উঠানো হচ্ছে। সর্বশক্তি নিয়োগ করেও ওদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল না। খানিক দূরে নিয়ে তার বুকের উপর কয়েকজন চেপে বসলো। এই বুঝি শেষ।

গলা বুঝি এখনই কেটে ফেলবে। তাহলে সবই মিথ্যা। আজকে যে তাদের মুক্তির দিন। কত আশা মনে জেগেছিলো। কিন্তু সবই ধোঁকা।

www.amarboi.org

আসলে ওরা দুনিয়া থেকে মুক্তি দেবার কথাই বুঝি শুনিয়েছিলো। হে আল্লাহ! তোমার দরবারে আমার শেষ প্রার্থনা! তুমি আমার জীবনের গোনাহ খাতা মাফ করে দাও। আমার আত্মীয় পরিজনদের তোমার পথে টিকে থাকার তৌফিক দাও।

হঠাৎ একি ! চোখের মধ্যে যেন ছুরি ঢুকানো হলো।

উহ! আল্লাহ কি বিপদ !

ধারালো ছুরি ঢুকিয়ে সর্বহারা মুক্তি দলের কর্মীরা তার দু'টি চোখ অন্ধ করে দেবার চেষ্টা করলো।

চোখের তীব্র যন্ত্রণায় জামালের জ্ঞান লোপ পেলো। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরলে সে চোখের অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করলো। বুঝতে পারলো একটি গরুর গাড়ীতে করে তাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পাশে আরেকজনকে শায়িত বলে মনে হলো। এ নিশ্চয়ই মামুন। হয়তো তারও একই বিপদ হয়েছে। কিন্তু জামাল তাকে ডাকতে সাহস পেলো না। ধীরে ধীরে গরুর গাড়ী এগিয়ে চললো। কয়েকটি গ্রাম পাড়ি দেবার পর এক খানে এসে গাড়ীটা থেমে গেল। গাড়ীওয়ালা বললো, এর বেশী যাওয়া যাবে না। আমাকে দয়া করে বিদায় করে দিন।

–এখান থেকে বামে ঘুরে ঐ মাঠের মধ্যে চলো–গাড়ী ওয়ালা, পার্টি কর্মী বললো,

গাড়ীওয়ালা সেদিকে চললো।

সেখান থেকে দু'শো গজ যেতেই চাঁদের আলোকে মাঠের মধ্যে দুজনকে বসা অবস্থায় দেখা গেল। তাদের একজন জামালের বড় ভাই আওয়াল ও মামুনের মামা মুসাদ্দেক। পার্টির কমরেডদের হাতে নগদ পঞ্চাশ পঞ্চাশ করে নগদে এক লাখ টাকা তুলে দিয়ে তারা সেখানে জামাল ও মামুনকে মুক্ত করে নেবার জন্য বসে আছে। সন্ধ্যা থেকে দুপুর রাত পর্যন্ত অধীর আগ্রহ নিয়ে তারা অপেক্ষা করছে। গাড়ী দেখেই তারা সেদিকে ছুটে গেল। টর্চের আলোতে গাড়ীতে শায়িত জামাল ও মামুনকে নজরে পড়লো। চোখের পট্টি লাল রক্তে ভেজা। দুজনই চিৎকার দিয়ে উঠলো। কি সর্বনাশ হয়েছে গো। ভাই ও মামার গলা শুনে জামাল ও মামুন হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো। বুকে জড়িয়ে ধরে ভাইয়ে ভাইয়ে ও মামাভাগ্নেতে মিলে করুন আর্তনাদ করে গভীর রাত্রির নীরবতাকে ভেঙ্গে খান খান করে দিলো। বিলাপের সাথে চোখের দূর্বিসহ যন্ত্রণার কথা তারা আপনজনের নিকট ব্যক্ত করলো।

www.amarboi.org

পনের

গভীর রাত 'খ' অঞ্চলের কমরেড রেজাউল করীমের বৈঠক খানা। আরো দুজনকে নিয়ে সে অপেক্ষা করছে এক বিশেষ মেহমানের জন্য। অবশেষে আসলেন মেহমান। আগে পিছে দুজন অস্ত্রধারী প্রহরী নিয়ে। লাল সালাম জানিয়ে বসে পড়লেন তিনি। কুশল বিনিময়ের পর নেতাজী রেজাউল করীমের কাছে এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্মীয় চেতনা ও অন্যান্য দলের রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে মৌখিক রিপোর্ট জানতে চাইলেন। রেজাউল করীম ও তার সাথী ফরহাদ ও মতি এলাকার চিত্র তুলে ধরে জনগণের বেশীর ভাগই গরীব। গুটি কয়েক লোকের অবস্থা মোটামুটি ভালো। সরকারী দলের পক্ষে জনগণ এক সময় বুঝে পড়লেও তাদের স্থানীয় নেতা কর্মীদের অত্যাচার ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতিতে তারা এখন ঐ দলের প্রতি বিরুপ হয়ে পড়েছে। এতে আমরা আমাদের সংগঠনকে সহজেই দাড় করাতে পারবো আশা করি।" রেজাউল করীমের এ বক্তব্যের পর মতি বলে একটা আলামত দেখা যাচ্ছে, তাতে আবার-সংগঠনের কাজে বাধা আসে কিনা।

-কিসের আলামত ? নেতাজী খলিল ভাই জানতে চান।

-আসলে আমাদের দলের আদর্শ নাকি কুফরী বিশ্বাসের উপর, একথা কিছু আলেমরা এলাকার মানুষদের বুঝিয়েছে। এখন এসব কথা অনেকেই বলাবলি করে।

নকশালদের খপ্পর থেকে ঈমান বাঁচাতে হলে যাকাত দিতে ও দান খয়রাত করে মানুষের অভাব মিটানোর পরামর্শ দিচ্ছে আলেমরা। একাজ শুরুও হয়েছে কিছু কিছু জায়াগায়।

আর যাতে এগুতে না পারে সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার বলে মনে করি। মতি জবাব দেয়।

ফরহাদ জানায় পাশ্ববর্তী থানার গ্রাম গুলিতে পার্টি যেসব হত্যা কাণ্ড ঘটিয়েছে, সেসব ঘটনা ফলাও করে আমাদের এলাকায় প্রচার হয়েছে। তাই মানুষের মনে নকশাল ভীতি সৃষ্টি হয়েছে। এখন সে ভয় দূর করতে না পারলে কাজ এগিয়ে নেয়া কঠিন হবে।

এসব কথা শুনার পর নেতাজী পরামর্শ দিতে গিয়ে বললেন, "আপনাদের রির্পোট বাস্তব ভিত্তিক হয়েছে এবং এর আলোকে আমরা আমাদের কাজের ধরন ও কৌশল ঠিক করে নিতে পারবো। এখন প্রথম বিষয়টি হচ্ছে আমাদের

www.amarboi.org

কাজের যোগ্য লোক বাছাই করা। শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত বেকার অভাবী যুবকদেরকেই টারগেট করতে হবে। এদের মধ্যে যারা ইসলামী চিন্তা নিয়ে চলে, প্রথম দিকে তাদেরকে বাদ রাখতে হবে। কারণ এরাও পেটীবুর্জোয়াদের মতই সুবিধাবাদী।

আমাদের বিপ্লবী সন্ত্রাস শুরু হলে প্রাণ ভয়ে এদের অনেকেই আমাদের দলে ভীড়বে।

টার্গেটদের সাথে পারস্পরিক আলোচনা, বই পড়তে দেয়া, আমাদের মাসিক সংবাদ বুলেটিন "যুগের হাওয়া" পড়ানো ও আমাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠার দ্বারা কিভাবে অর্থনৈতিক মুক্তি আসতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা দেয়ার মাধ্যমে তাদের মগজ ধোলাই করতে হবে। যারা একেবারেই আসতে চাবেনা তাদেরকে এড়িয়ে চলতে হবে। এদের ব্যাপারে আমরা পরবর্তীতে ব্যবস্থা নেবো।

ধনী কৃষকরা কখনই আমাদের সমর্থনে আসবে না, তারা বুর্জেয়া। মাঝারী ধরনের কৃষক ও স্কুল শিক্ষকরা মূলত ঃ পেটীবুর্জোয়া। তারা সুবিধাবাদী। এদেরকে প্রথম পর্যায়ে টারগেট না করাই ভালো।

এ নিয়মগুলো মেনে সতর্কতার সাথে কাজ চালিয়ে যেতে থাকুন। নেতাজীর আলোচনা চলতে থাকা অবস্থায় "ক" অঞ্চলের সর্বশেষ খবর নিয়ে এসে বসে ছিলো কমরেড হারুন। তার কাছ থেকে 'ক' অঞ্চল সম্পর্কে জানতে চাইলেন নেতাজী। হারুন প্রথমেই জামাল ও মামুনের চোখের অ্যাকশন সম্পর্কে বললেন। ওদের চোখের অ্যাকশনের পর মুক্তিপণের টাকা যারা এনেছিলো তাদের কাছে দু'জনকে হস্তান্তর করা হয়। তারা ওদেরকে নিকটবর্তী রেল ষ্টেশনে নিয়ে ট্রেনে করে বিমান বন্দরে নিয়ে যায়। তখনকার ফ্লাইটের চারজন যাত্রী স্বইচ্ছায় তাদের টিকিট ওদেরকে দিয়ে দেয়। তারা বিমানে করে রাজধানী শহরে পৌছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করে সম্পূর্ণ দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। 'ক' অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে এ ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ আমাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করছে। কারো কারো মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের মনোভাবও তৈরী হচ্ছে। মনে হচ্ছে ইসলামী সংস্কারের কাজ জোরে সোরে চলছে সেখানে। ফলে জনগণ আমাদের বস্তুবাদী আদর্শের সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও কম্যুনিজমের ব্যবস্থাকে কুফরী ব্যবস্থা বলে চরমভাবে ঘৃণা করছে।

'ক' অঞ্চলে এ ঢেউ 'খ' অঞ্চলে এসে লাগবে বলে মনে হয়, তাই অন্যান্য অঞ্চলেও আমাদের কাজ শীঘ্রই গড়ে তোলা দরকার। রহমত পুরের কেরামত

www.amarboi.org

আলী বিদ্রোহী হয়েছে। সে পার্টি বিরোধী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। থানা পুলিশকে আমাদের গোপন বিষয় জানিয়ে দিচ্ছে। সর্বোপরি জামাল ও মামুন পার্টি বিরোধী কোনো ভুমিকায় নামে কিনা তা লক্ষ্য করার বিষয়। 'ক' অঞ্চলে রিপোর্ট শ্রবণের পর কেরামত আলীকে কঠোর শাস্তি দান ও জামালদের প্রতি নজর রাখার দায়িত্ব দিয়ে কমরেড হারুনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি টিম গঠন করে দিলেন নেতাজী। অতপর 'গ; অঞ্চলে কাজ সৃষ্টির জন্য কমরেড রেজাউল করীমকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে আজকের পরামর্শ বৈঠক শেষ করা হয়।

ষোল

ইউপি নির্বাচনের ডামাডোলে গ্রামের মানুষের মধ্যে সাজ সাজ রব। রহমত পুরের কেরামত আলী সাইকেল মার্কা নিয়ে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে। ধনী প্রতিদ্বন্দ্বিরা প্রচুর টাকা পয়সা খরচ করে জাঁকালোভাবে প্রচার কাজ চালাচ্ছে। ব্যানার পোষ্টার হ্যাণ্ডবিল দ্বারা তারা এ গ্রাম সে গ্রাম ভরে দিয়েছে। পয়সা ছড়িয়ে গ্রামের পর গ্রাম মিছিল করাচ্ছে বহু লোকজন দিয়ে। হ্যাণ্ড মাইক ও চুঙ্গি ব্যবহার করে তারা তাদের প্রার্থীদের কথা ভোটারদের কানে পৌঁছানোর বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়াও মানুষের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভোট চাওয়ার কৌশল হিসেবে হাতে পায়ে ধরার কাজও চলছে সমানে।

এক বিঘা জমি বিক্রির টাকাই কেরামত আলীর নির্বাচনী তহবিল। অল্পকিছু পোষ্টার, হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে জন তিনেক সাইকেল আরোহী দ্বারা প্রচার কাজ চলছে তার। তারা চুঙ্গি ফুকিয়েই যতদূর সম্ভব কাজ চালাচ্ছে, মাইক ব্যবহার করার সাধ্য কুলাচ্ছে না।

এভাবেই একদিন বালিয়া পাড়া মাঠের আখ ক্ষেতের পাশ দিয়ে দুপুর বেলায় নির্বাচনী প্রচারনার কাজ সেরে ফিরছিলো কেরামত আলী। হঠাৎ আখ ক্ষেতের ভিতর থেকে বের হয়ে এলো তিনজন। তাদের হাতের ষ্টেনগান গর্জে উঠলো। কেরামত আলী লাশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। মাঠের আশ পাশ থেকে লোকজন এদিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। কমরেড হারুনের নেতৃত্বে হত্যাকারীরা ছুট দিল পালানোর উদ্দেশ্যে। দ্রুত খুনের ঘটনা জানাজানি হয়ে পড়লে লোকজন খুনীদের পিছু নিলো। হৈ চৈ-এ আরো লোক এসে তাড়াকারীদের দল ক্রমে ভারী করে তুললো। কারো হাতে লাঠি সোটা কারো হাতে ঢিল। হত্যাকারীরা মাঝে মাঝে ফিরে ষ্টেনগানের ফাঁকা গুলি

www.amarboi.org

ছুড়ে জনতাকে হুমকি দিচ্ছে। কিন্তু জনতা নাছোড় বান্দা। এদের মধ্যে কেরামত আলী, নাযিম ও অপর কয়েকজন নিহতদের আত্মীয় স্বজনও ছিলো। তারা এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিশোধ স্পৃহা নিয়ে এগুচ্ছে। এ দল কয়েকটা মাঠ পেরিয়ে বাঘমারা রেল সেতুর দিকে এগিয়ে চললো। পাশের গ্রামগুলির নারী পুরুষ জনতার এ দৌড়ের দৃশ্য দেখে বুঝতে পারিছলো না কি ঘটেছে। সেতুর কাছা কাছি পৌছতেই জনতা বুঝে ফেললো ওদের কার্তুজ ফুরিয়ে গেছে। দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে ছুটে খুনীদের ধরে ফেললো। বেপরোয়া লাঠির আঘাতে খুনীরা ধরাশায়ী হয়ে পড়লে তাদের উপর চললো লাঠি পেটার তাণ্ডব। এভাবে কমরেড হারুন ও তার দু'সঙ্গীকে লাশ বানিয়ে জনতা দ্রুত সেখান থেকে সরে পড়লো।

সতের

পরের দিন কয়েক গ্রাম ব্যাপী নকশাল নিহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লো। গ্রাম বাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের হত্যা করেছে, এ খবরে বহু মানুষ খুশী হলো। কারণ এই অশুভ খোদদ্রোহী দলের প্রতি সাধারণ মানুষ যে মোটেই খুশী না তার প্রমাণ পাওয়া গেলো। এখন এ অঞ্চলে নকশালরা আর আস্তানা গাড়তে পারবে না।

ওদিকে নকশালদের এ টনক নড়লো। শ্রেণী শত্রু খতমের নামে মানুষ খুন করে ক্ষমতা লাভ করা তাদের জন্য এই মুসলমান দেশে অত্যন্ত দূরুহ ব্যাপার। নেতাজী খলিল ভাই দ্রুত এক বৈঠক ডাকলেন।

'খ' অঞ্চলের জামতলীর মাঠে খোলা আকাশের নীচে রাত্রি দশটায় বৈঠক শুরু হলো। নেতৃস্থানীয় ত্রিশজন জান বাজ পার্টি কর্মীর এ বৈঠকে প্রথমেই নেতাজী কান্নাজড়িত কণ্ঠে তাঁর দক্ষিণ হস্ত কমরেড হারুনের হৃদয় বিদারক বিয়োগ ব্যাথার ঘটনা বর্ণনা করলেন। তার মৃত্যুতে পার্টির যে অপুরণীয় ক্ষতি হলো তা পূরণ হবার নয়। আর যে নরাধমরা উল্লাস করে তাদের হত্যা করেছে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া যায় সে সম্পর্কে জানতে চাইলেন তিনি। কমরেড রেজাউল করীম কিছু বলার জন্য অনুমতি চাইলো। অনুমতি পেয়ে সে হুঙ্কার ছেড়ে বলে উঠলো "হত্যা, নির্মমভাবে ঐ খুনীদের হত্যা করেই আমরা এর প্রতিশোধ নেবো। আর কোনো আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। বরং এখনই আমাদের হত্যার কর্মসূচী ঠিক করে ফেলতে হবে। কবে কিভাবে আমরা এ কর্মসূচী বাস্তবায়িত করবো তা এই বৈঠকেই ঠিক করে নিতে হবে।

www.amarboi.org

একেতো করুণভাবে নেতাজীর হৃদয় বিদারক ঘটনার বর্ণনা তদুপরি কমরেড রেজাউল করীমের বিপ্লবী ভাবধারার মতামত শুনে উপস্থিত পার্টির নেতা কর্মীরা উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তারা সমস্বরে এ মতামতের প্রতি সায় দিয়ে জানিয়ে দিলো এটিই হতে হবে আজকের সিদ্ধান্ত।" নেতাজী এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বললেন "হা, এটিই আমাদের আজকের সিদ্ধান্ত। এখন হত্যাকারী চিহ্নিত করতে এবং অ্যাকশনের সময় তাদের অবস্থান নিরূপণের জন্য আজকের এই বৈঠকেই দায়িত্ব ভাগ করে দিতে চাই। এ দায়িত্ব সঠিকভাবে কে কে পালন করতে পারবেন তাদের নাম আমাকে জানান।

এ ব্যাপারে গৌরীপুরের আলাউদ্দীন ও পরান খানির আবদুল বাতেনের নাম আসলো।

এরা দুজনেই গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারে পারদর্শী। সে সাথে 'ক' অঞ্চলে এদের পরিচিতি নেই। নেতাজী হত্যাকারীদের পরিচয় উদ্ধার করতে তাদেরকে এক সপ্তাহ সময় দিলেন। পরের সপ্তাহের মধ্যেই অ্যাকশন সমাপ্ত করতে হবে। পরবর্তী বৈঠকের দিনক্ষণ নেতাজী সবাইকে জানিয়ে দিলেন। অতপর এ বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। বৈঠক শেষে বাড়ীর দিকে ফিরতে ছিলো জালাল।

'ক' অঞ্চলের কয়েক যায়গায় তার কিছু নিকট আত্মীয় আছে। এখন তাদের কেউ এই অ্যাকশনের আওতায় পড়ে কিনা সে চিন্তা তার মনের মধ্যে গোল পাকাতে শুরু করলো। সে স্থির করলো এ খবর গোপনে রহমত পুরের জামালকে জানাতে হবে। অ্যাকশন তাদের এলাকায় হবে সুতরাং তারা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে।

আঠারো

একটি গোপন চিঠিতে জামাল জানতে পারলো তাদের এলাকায় নকশালরা আরও একটি বড় ধরনের হত্যাকাণ্ড চালানোর কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বিষয়টি নিয়ে জরুরী ভিত্তিতে সে একটি বৈঠক ডাকলেন। এলাকার মানুষদের মধ্যে নকশালদের অপকারিতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেয়ার কাজে নিয়োজিত তার সহযোগীদের নিয়ে সে শেখদের বাড়ীর একটি কক্ষে বসলো পরামর্শের জন্য। বৈঠকে উপস্থিত তেইশজন সাথীদের জামাল সম্ভাব্য নকশাল হামলার কথা বিস্তারিতভাবে জানালো। নকশালদের এই প্রোগ্রাম কিভাবে মুকাবিলা করা যায়। সে সম্পর্কে তারা পারস্পরিক মত বিনিময় করলো। নকশালরা

www.amarboi.org

আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে। সুতরাং তাদের সাথে সম্মুখ সমরে যাওয়া বিপজ্জনক হবে। তাই বিকল্প পথে মুকাবিলার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে জামাল সাথীদের নিকট থেকে পরামর্শ চাইলো। জামালের বন্ধু মামুনও আজকের বৈঠকে উপস্থিত ছিলো। মামুন এ সম্পর্কে পরামর্শ পেশ করতে গিয়ে বলে

"মাত্র দিন চারেক পরেই ওদের অ্যাকশন চলবে, তাই সময় একেবারেই কম। এরই মধ্যে সার্থকভাবে মুকাবিলা করতে হলে আজ থেকেই ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ শুরু করতে হবে। যেহেতু আমরা আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা তাদের মুকাবিলা করবো না তাই এ এলাকার জনগণের দ্বারা শক্ত প্রতিরোধের ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে। এলাকা থেকে ওরা পাততাড়ি উঠানোর পর থেকে জনগণের মধ্যে অনেক সাহস বেড়েছে। যুবক শ্রেণীর যে অংশ ওদের বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ করে এবং ইসলামী বিধানের প্রতি যারা শ্রদ্ধাশীল তাদেরকে কাজে লাগিয়ে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। আগ্নেয়াঅস্ত্রের পরিবর্তে লাঠি ফলা, দা, কাস্তে, ইত্যাদি যার যা আছে তা নিয়েই জনগণকে প্রস্তুত রাখতে হবে। কমরেড হারুন হত্যার ব্যাপারে যারা সরাসরি অংশ নিয়েছিলো তাদেরকে এলাকা থেকে সরিয়ে রাখতে হবে। একটি বিশেষ সংকেত ব্যবহার করে। যাতে লোকদের দ্রুত একত্র করা যায় সে ব্যবস্থা নিতে হবে। সাধারণত ওরা রাতে চলা ফেরা করে। তাই ওদের অ্যাকশনের নির্দিষ্ট তারিখের আগের রাত থেকে আমাদের একটি গোয়েন্দা দল আমাদের গ্রাম গুলির প্রবেশের পথে দৃষ্টি রাখার জন্য নিয়োজিত থাকবে। ওদের উপস্থিতির খবর দ্রুত দায়িত্বশীলদের জানিয়ে দিবে। তারপর প্রতিরোধের কাজ শুরু করা হবে।"

জমির আলী এ সাথে পুলিশের সহযোগিতা নেবার প্রস্তাব দেয়। মামুনের প্রস্তাবের মধ্যে উপস্থিত সকলেই যুক্তি খুঁজে পায়। পুলিশের সহযোগিতা নিতে গেলে নকশালদের কাছে এ প্রস্তুতির খবর পৌঁছে যাবে এবং এতে খুন খারাবী বাড়বে। আর পুলিশ পয়সা কামানোর উদ্দেশ্যে অনেক কিছুই করবে। তাই পুলিশের সাথে যোগাযোগের প্রস্তাব মানা গেলনা।

জামাল উপস্থিত সাথীদের উদ্দেশ্য করে বললো ভাইসব। আমরা সকলে মিলে এ যাবত আমাদের এলাকাবাসীর মধ্যে আল্লাহর ইচ্ছায় যে ঈমানী চেতনা সৃষ্টি করতে পেরেছি তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি নকশাল নেতা হারুনের হত্যা কাণ্ডের মধ্যে। জনতা স্বতস্ফূর্তভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দীর্ঘপথ তাড়া করে নিয়ে তাকে হত্যা করেছে। আমরা আশা করছি জনগণ নকশালদের উপর এখন আরো ক্ষিপ্ত। তাই এলাকার যে যুবশক্তি আমাদের সাথে জড়িত তাদের কাজে লাগিয়ে আজ এবং কালের মধ্যেই প্রতিরোধের ব্যবস্থা গড়ে তুলুন। আমরা আজকের বৈঠক দীর্ঘ করতে চাইনে। সময় আমাদের কম কাজ বেশী।

www.amarboi.org

আমার বন্ধু মামুনের দেয়া প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করতে চাই। আপনারা এ লক্ষ্য হাসিলের জন্য এখনই বের হয়ে পড়বেন। অতপর যোগাযোগের দায়িত্ব বন্টন করে বৈঠক শেষ করা হলো।

উনিশ

নকশাল নেতা খলিল ভাইয়ের নেতৃত্বে বারো জনের একটি সশস্ত্র দল রাত্রি নয়টার দিকে তাদের 'ক' এলাকার বালিয়া পাড়া গ্রামে প্রবেশ করলো। কিছু দূর গিয়ে তারা মনু খালের পারে একটি জায়গা বেছে বসে পড়লো। কমরেড হারুন হত্যার মূল ভূমিকা পালনকারী পাঁচজনকে নির্মমভাবে হত্যার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার জন্য আজকের এ দলকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করা হয়েছে। আগের দিন পর্যন্ত হত্যাকারীরা নিজ নিজ ঘরেই ছিলো। তাই আজকেও তাদেরকে ঘরেই পাওয়া যাবে বলে নেতাজী তাদেরকে ধরে আনার জন্য দায়িত্ব ঠিক করে দিচ্ছিলেন। প্রতি এক জনকে ধরে আনতে দুজন অস্ত্রধারী ঠিক করা হলো এবং নেতাজীর সাথে আর একজন অস্ত্রধারী মাঠের ভিতর বটগাছটার নিকট অবস্থান করবে। আজকের অ্যাকশনই হবে এ এলাকার শেষ অ্যাকশন। অ্যাকশন শেষে পার্টি এ এলাকা ত্যাগ করবে। হঠাৎ চতুর্দিক থেকে কিসের আওয়াজ ? মনে হচ্ছে যেন ক্ষিপ্ত জনতা তাদের দিকেই ছুটে আসছে। কিন্তু কেন ? কী তাদের উদ্দেশ্য ? তারা কি আমাদের কর্মসূচী জেনে ফেলেছে ? কিভাবে জানলো ?

নেতাজী বিচলিত হয়ে পড়লেন। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই ভীত বিহ্বল। নেতাজী হুকুম দিলেন গুলি, গুলি ছোড়। ধুম ধাম গুলির শব্দ হতে থাকলো। জনতার কোলাহল কিছুক্ষণ বন্ধ থাকলো। গুলির শব্দ বন্ধ হলে জনতার আক্রোশে ফেটে পড়ার শব্দ আবার শোনা গেল। এ শব্দ ক্রমেই নিকটে সরে আসছে বলে মনে হলো। নেতাজী নির্দেশ দিলেন একই দিকে গুলি ছুড়তে ছুড়তে সবাই দৌড় দিন। জনতার বুহ্য ভেদ করেই আমাদের বের হতে হবে। এতে মানুষ যা মরে মরুক। যা কথা তাই কাজ। কাটা রাইফেলের গুলির আওয়াজ করতে করতে পার্টির লোক ভাগতে লাগলো। গুলির আওয়াজ শুনে জনতা কিছুটা সরে দাড়ায়। তারা দৌড় দিলে জনতাও তাদের পিছু নেয়।

পার্টি কর্মীরা মাঝে মাঝে পিছন ফিরে গুলির আওয়াজ করে। জনতা সে সময় থমকে দাড়ায় আবার তারা দৌড় দিলে জনতা তাড়া করে। নেতাজী খলিল ভাইসহ তিনজন বড় নেতাকে সুবিধা দিয়ে আগে চলে যাবার সুযোগ করে দিয়ে পার্টির নয় জন অস্ত্রধারী কর্মী জনতাকে রুখে দিতে চেষ্টা করে।

www.amarboi.org

কিন্তু জনতা নাছোড়। তারা পার্টির লোকদের ধরে ফেলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। হঠাৎ পায়ে গুলি লেগে পড়ে গেল বালিয়া পাড়ার আহম্মদুল্লাহ। বাম হাতে গুলি লাগলো শালিখার বাবুর আলীর। নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে জনতা মরণপণ করে নকশালদের দিকে আগ বাড়িয়ে চললো। গুলির আওয়াজ কমতে দেখে ওদের সাহস আরো বেড়ে গেল। গুলি ফুরিয়ে এসেছে ভেবে তারা নকশালদের উপর ঝাপিয়ে পড়লো। গুলিতে আরো কিছু আহত হলো। কিন্তু জনতার আক্রোশ বেড়ে গেল। তারা নয়জন পার্টি কর্মীর দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে আহতদের কোলে বেধে নিয়ে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে সে স্থান ত্যাগ করলো। খোলা আকাশের নীচে পড়ে রইলো নয়টি ছিন্ন ভিন্ন বে ওয়ারিশ লাশ। সর্বহারার রাজত্ব কায়েমের সাধ ওদের মিটে গেল চিরদিনের জন্য।

সমাপ্ত

www.amarboi.org

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- **তাফহীমুল কুরআন**–(১-২০ খণ্ড)
  – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- **কুরআন বুঝা সহজ**
  – অধ্যাপক গোলাম আযম
- **শব্দে শব্দে আল কুরআন**–(১-১৪ খণ্ড)
  – মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
- **তাদাব্বুরে কুরআন**–(১-৯ খণ্ড)
  – মাওলানা আমীন-আহসান ইসলাহী
- **সহীহ আল বুখারী**–(১-৬ খণ্ড)
  – আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী র.
- **সুনান ইবনে মাজা**–(১-৪ খণ্ড)
  –আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা র.
- **শারহু মা'আনিল আছার** (তাহাবী শরীফ) – (১-৬ খণ্ড)
  – ইমাম আবু জাফর আহমদ আত তাহাবী র.
- **এহ্ইয়াউস সুনান**
  –ডঃ খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
- **দারিদ্র বিমোচনই নয় যাকাত অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি**
  – মুহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ
- **বাংলাদেশ স্বাধীনতা ও ষড়যন্ত্র**
  – আনসার আলী
- **কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানব বংশ গতিধারা** (জিনতত্ত্ব)
  – প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক
- **প্রশ্নোত্তর**
  – অধ্যাপক গোলাম আযম
- **ইসলামী আন্দোলনের মেনিফেস্টো**
  – মরিয়ম জামিলা
- **মহাগ্রন্থ আল কুরআনে শয়তান প্রসঙ্গ**
  – ইবনে সাঈজ উদ্দীন